বেগানা মহিলার শরীরের কোন সামান্য অংশও স্পর্শ করা হারাম। তাই ইসলামে দীক্ষা সম্পন্ন করায় মহিলাদের ব্যাপারে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে যে, কোন প্রকার স্পর্শ ছাড়া শুধু মৌখিক বচনে দীক্ষা সম্পন্ন করিবে। বৈরাগী-সন্ন্যাসী, এমনকি ভণ্ড পীরও দীক্ষা গ্রহণে পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও হাতে হাত দেয়। আয়েশা (রাঃ) ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের বিরুদ্ধে কসমের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় পাক-পবিত্র মহত্তের মহান ব্যক্তিও দীক্ষা গ্রহণে কোন সময় কোন মহিলার হাত স্পর্শ করিতেন না, শুধু মৌখিক বচনে দীক্ষা সম্পন্ন করিতেন।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শর্ত করা যায় (৩৭৫)। অবশ্য খরিদ-বিক্রয়ের বিধানগত প্রতিক্রিয়ার বিপরীত কোন শর্ত আরোপ করিলে সেই খরিদ-বিক্রি অশুদ্ধ হইয়া যায়; উহা ভঙ্গ করা ওয়াজেব হয়; উহা ভঙ্গ না করিলে ওয়াজেব ছাড়িবার গোনাহ হইবে। যেমন—খরিদ·বিক্রির বিধানগত প্রতিক্রিয়া এই যে, ক্রেতা বিক্রীত বস্তুর চিরস্থায়ী মালিক হইয়া যাইবে, উহার উপর বিক্রেতার কোন দাবী কোন সময় উত্থাপিত হইবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি তাহার জমি বিক্রি করে এবং এই শর্ত আরোপ করে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুল্য ফেরত দিলে ক্রেতা জমি প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে। এই শর্তের কারণে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হইয়া যাইবে: উহা ভঙ্গ করা উভয় পক্ষের উপর ওয়াজেব হইবে। কোন কোন আলেমের মতে এরূপ ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে, কিন্তু শর্ত বাতিল গণ্য হইবে; বিক্রেতা কখনও এই প্রকার দাবী করিতে পারিবে না।

● বিবাহে শর্ত আরোপ করা জায়েয এবং উহা পূর্ণ করা কর্তব্য (৩৩৬ পৃঃ)। অবশ্য দাম্পত্য সম্পর্কের পরিপন্থী শর্ত করা হইলে তাহা করণীয় হইবে না। কোন কোন শর্ত এরূপও আছে যাহা বিবাহে আরোপ করা জায়েয নহে। যেমন এক হাদীছে আছে, কোন মেয়ের পক্ষ হইতে বিবাহের সময় শর্ত করিবে না যে, এই মেয়েটির অপর মোসলমান ভগ্নি যে ঐ স্বামীর বিবাহে পূর্ব হইতে আছে—তাহাকে তালাক দিতে হইবে যেন সে স্বামীকে একা ভোগ করিতে পারে। (ঐ)

অর্থাৎ কোন পুরুষের বিবাহে কোন একটি মোসলমান নারী আশ্রিতা রহিয়াছে এমতাবস্থায় ঐ পুরুষ তোমাদের মেয়েকে বিবাহ করিতে চায়; তোমরা যদি তোমাদের মেয়ের জন্য সতিনীর সংসার পছন্দ না কর তবে তোমাদের মেয়ে তথায় বিবাহ দিও না; তোমাদের মেয়ে বিবাহ দিবে এবং সতিনীর সংসার এড়াইবার জন্য শর্ত করিবে যে, প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে হইবে—ইহা নিষিদ্ধ।

● শরীয়তে কোন নিষিদ্ধকে শর্তের দ্বারা শুদ্ধ করার কল্পনা নিঃতাত্তই অবান্তর (ঐ)। যেমন বর্তমানে দেখা যায়, তালাক দেওয়া হারাম স্ত্রীকে লইয়া ঘর·সংসার করার ব্যাপারে পাঞ্চায়েতীরা শর্ত করে যে, গ্রামের লোকদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলে তোমার

কাফ্ফারা হইয়া যাইবে এবং তুমি ঐ স্ত্রীকে লইয়া ঘর-সংসার করিতে পারিবে। ইহা সম্পূর্ণ গর্হিত কথা এবং হারাম কাজ। (ঐ)

● কাহারও সঙ্গে শর্তে আবদ্ধ হওয়ার জন্য মৌখিক কথা যথেষ্ট; লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে (৩৭৭ পৃঃ)। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের শর্ত কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কেতাব তথা শরীয়ত বিরোধী যত শর্ত হইবে সবই বাতিল পরিগণিত হইবে; ঐরূপ শর্ত শত বার প্রয়োগ করিলেও শুদ্ধ হইবে না (৩৮১পৃঃ)।

● কাহারও জন্য কোন কিছুর স্বীকৃতি দানে একটি সংখ্যা উল্লেখ করতঃ সঙ্গে সঙ্গেই উহা হইতে কিছু বাদ বলিয়া উল্লেখ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে। যেমন বলিল, আমার নিকট সে পাইবে—একশত টাকা; দশ টাকা কম।

কাহারও সঙ্গে কোন কার্য্য সম্পাদনে কোন শর্তের স্বীকৃতি দিলে তাহা বাধ্যতামূলক হইবে। যেমন—কাহারও সঙ্গে তাহার ঘোড়া ভাড়া নেওয়ার কথা সাব্যস্ত করিতে বলিল, তোমার ঘোড়াটা আজ হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত আমার জন্য রাখিবে; যদি আমি তোমার ঘোড়া কাজে নাও লাগাই, তবুও তুমি একশত টাকা পাইবে। অতঃপর সে ঐ ঘোড়াটি কাজে লাগাইল না। এরূপ ক্ষেত্রে ছাহাবী যুগের প্রসিদ্ধ বিচারপতি শোরায়হ (রঃ) বলিয়াছেন, স্বেচ্ছায় যে স্বীকৃতি দিয়াছিল সেমতে তাহাকে এক শত টাকা দিতে হইবে।

এক ব্যক্তি কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তুর ক্রয় সাব্যস্ত করিয়া উহা গ্রহণ করিল না, বরং বলিয়া গেল—আমি বুধবার না আসিলে আমাদের ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ মনে করিবে; সে বুধবার না আসিলে তাহার কোন দাবী থাকিবে না (৩৮২)।

● ওয়াক্ফ করাকালে কোন শর্ত করিলে সেই শর্ত বলবৎ থাকিবে (ঐ)।

অছিয়্যত করার আদেশ

১২৬৬। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন এমন মোসলমান যাহার নিকট অছিয়্যত করার মত কোন বস্তু আছে তাহার জন্য এক-দুইটি রাত্রিও এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়া সঙ্গত নহে যে, ঐ সম্পর্কে অছিয়্যতনামা তাহার নিকট লিখিত আকারে বিদ্যমান না থাকে।

ব্যাখ্যাঃ— যদি নিজের উপর অপরের কোন হক থাকে বা কোন ফরজ-ওয়াজেব আদায় করা বাকি থাকে এইরূপ অবস্থায় সেই সম্পর্কে অছিয়্যত করা ফরজ-ওয়াজেব গণ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি ঐরূপ কোন হক বা ফরজ-ওয়াজেব তাহার উপর না থাকে তবে স্বীয় উত্তরাধিকারীগণের স্বচ্ছলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য স্বীয় ধন-দৌলতের তৃতীয়াংশের, বরং উহা হইতে কিছু কম পরিমাণ ধন নেক কার্য্যে খরচ করার অছিয়্যত করিয়া যাওয়া উত্তম।

১২৬৭। **হাদীছ ঃ**—তালহা ইবনে মোছাররেফ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অছিয়্যত করিয়াছিলেন কি ? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, তবে কিরূপে লোকদের প্রতি অছিয়্যতের আদেশ ও বিধান বলবৎ হইল ? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) লোকদেরকে আল্লার কিতাব—কোরআন অনুসরণের আদেশ করিয়া গিয়াছেন। (এবং পবিত্র কোরআনে অছিয়্যতের বিধান রহিয়াছে।)

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিরিক্ত কোন ধন-সম্পদ রাখিয়াই ছিলেন না যাহা সম্পর্কে তিনি অছিয়্যত করিতেন। পঞ্চম খণ্ডে একটি হাদীছ বর্ণিত হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়া ত্যাগ কালে নগদ একটি মুদ্রাও রাখিয়াছিলেন না। শুধুমাত্র যানবাহন এবং জেহাদের কিছু অস্ত্র তাঁহার ছিল, আর ছিল কিছু খেজুর বাগান যাহার উৎপণ্যের দ্বারা বিবিগণের ব্যয় বহন করিতেন। এই সবও তাঁহার পরে ছদকা পরিগণিত ছিল। নবী (দঃ) পূর্ব হইতেই বলিয়াছিলেন—আমাদের নবী-সম্প্রদায়ের পরে কেহ তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হয় না; আমাদের পরিত্যাজ্য সবই ছদকাহ পরিগণিত হয়।

উত্তরাধিকারীগণকে সচ্ছল রাখিয়া যাওয়া উত্তম

অর্থাৎ—মৃত্যুকালে স্বীয় পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের কিছু অংশ নেক কার্য্যে খরচ করা বা অছিয়্যত করিয়া যাওয়া উত্তম ও ভাল। কিন্তু এই সম্পর্কে উত্তরাধিকারীগণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। এইরূপ অছিয়্যত করিবে না যাহাতে উত্তরাধিকারীগণ কাঙ্গাল হইয়া দুরাবস্থায় পতিত হয়। বস্তুতঃ উত্তরাধিকারীগণের জন্য তাহার যে সম্পত্তি থাকিবে উহার অছিলায়ও সে ছওয়াব লাভ করিবে। এই জন্য শরীয়তে শুধু তৃতীয়াংশ অছিয়্যত করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বরং আরও কম অছিয়্যত করাই সুন্নত। এমনকি ওয়ারেসগণ সচ্ছল হইলেও তৃতীয়াংশের কম অছিয়্যত করা উত্তম। বোখারী (রঃ) এখানে প্রথম খণ্ডের ৬৭৯নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন; উহাতে এই পরিচ্ছেদের বিষয় স্পষ্ট বর্ণিত আছে।

মছআলাহ ঃ— অধিকাংশ আলেমগণের মতে ওয়ারেসগণ স্বীয় অংশের দ্বারা সচ্ছল হইতে পারিবে না—এইরূপ অবস্থায় অছিয়্যত না করা উত্তম, যেরূপ স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সচ্ছল না হইলে অপরকে দান না করিয়া তাহাদিগকে দান করা উত্তম। এতদ্ভিন্ন যদি সন্তান-সন্ততি ছোট হয় এমতাবস্থায়ও সাধারণতঃ অছিয়্যত না করাকেই উত্তম বলা হইয়াছে। (রদ্দুল-মোহতার)

অছিয়্যত স্বীয় মালের তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের কোন অমোসলেমও তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়্যত করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অলাল্লামের প্রতি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রহিয়াছে, আপনি অমোসলেম

নাগরিকদের মধ্যেও আল্লার দেওয়া বিধান বলবৎ করুন। সেমতে অমোসলেম নাগরিকদের প্রতিও এই বিধান থাকিবে যে, তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়্যত করিতে পারিবে না। অছিয়্যত শুধু তৃতীয়াংশে সীমিত হওয়া আল্লার দেওয়া তথা ইসলামী শরীয়তের বিধান।

১২৬৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা তৃতীয়াংশ হইতেও কম—চতুর্থাংশ অছিয়্যত করিবে ইহা উত্তম। কারণ, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তৃতীয়াংশকে অধিক বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়াছেন উহা ৬৭৯ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা নিষিদ্ধ

১২৬৯। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একমাত্র তাহার পুত্রই হইয়া থাকিত। মাতা-পিতাকে কিছু প্রদানের ইচ্ছা হইলে তাহাদের জন্য অছিয়্যত করার নিয়ম ছিল। (অছিয়্যত ব্যতিরেকে মাতা-পিতা বা অন্য কেহ অংশীদার হইত না।) অতঃপর কোরআন পাকের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা এই বিধান প্রবর্তিত হয় যে—ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তানের দ্বিগুণ পাইবে এবং মাতা পিতার প্রত্যেকে (মৃতের সন্তান থাকাবস্থায়) ষষ্ঠাংশ পাইবে। স্ত্রী অষ্টমাংশ বা চতুর্থাংশ এবং স্বামী অর্দ্ধাংশ বা চতুর্থাংশ পাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আলোচ্য পরিচ্ছেদের বিষয়টি এক হাদীছে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বিদায়-হজ্জের বিশেষ ভাষণে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেকের প্রাপ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতঃপর কোন ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত করা শুদ্ধ হইবে না। (তিরমিজি শরীফ)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ওয়ারেসের জন্য অছিয়্যত কার্য্যকরী হইবে না, হাঁ—যদি অন্যান্য ওয়ারেসগণ (সাবালেগ হয় এবং তাহারা) সম্মত হয়। (ফতহুলবারী)

মছআলাহ ঃ— মৃত্যুশয্যার ব্যক্তি যদি তাহার কোন ওয়ারেসের জন্য ঋণের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অন্য ওয়ারেসগণ সেই স্বীকৃতি গ্রাহ্য না করে তবে উক্ত স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে না, * অবশ্য যদি উক্ত ঋণ সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ থাকে তবে উহা সেই সূত্রে প্রতীয়মান হইবে

---

* অবশ্য স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর দেন-মহরের স্বীকৃতি দেয় যে, আমি তাহার মহর আদায় করি নাই—উহা আমার উপর ঋণ রহিয়াছে। সেই স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু অসঙ্গত পরিমাণের স্বীকৃতি এরূপ ক্ষেত্রেও গ্রহণীয় নহে। তদ্রূপ যদি স্ত্রী পূর্বে মরিয়া যায় এবং তাহার সন্তান থাকে—সে ক্ষেত্রে যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় উক্ত মৃত স্ত্রীর মহরের ঋণের স্বীকৃতি দেয় সেই স্বীকৃতি অন্য ওয়ারেসদের গ্রাহ্য করা ছাড়া কার্য্যকরী হইবে না। (শামী ৪—৬৪২)

স্বীকৃতি সূত্রে নহে—ইহা হানফী মজহাবের মত্। অনেক ইমামের মতে ঐরূপ স্বীকৃতি সর্বাবস্থায়ই গ্রহণীয় হইবে; ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহের মতও ইহাই (৩৮৪ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ— মৃত্যুশয্যার ব্যক্তি তাহার কোন ওয়ারেসের নিকট তাহার প্রাপ্য ঋণ হইতে সেই ওয়ারেসকে রেহায়ী দিলে যদি অন্য ওয়ারেসগণ সেই রেহায়ী দান গ্রাহ্য না করে তবে উহা কার্য্যকরী হইবে না। এমনকি স্ত্রী যদি মৃত্যুশয্যায় স্বামীকে মহর হইতে রেহায়ী দেয় এবং স্ত্রীর ওয়ারেসগণ তাহা গ্রাহ্য না করে তবে হানফী মজহাব মতে স্বামীর রেহায়ী হইবে না (শামী ৪—৬৩৮)। ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অনেক ইমামের মতে সেই রেহাই-দান কার্য্যকারী হইবে (৩৮৪ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ— স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় যদি স্বীকৃতি দেয় যে, আমি স্বামীর নিকট হইতে আমার মহর উসুল পাইয়াছি তবে এই স্বীকৃতি গ্রহণীয় হইবে (৩৮৪ পৃঃ)। সাধারণতঃ কোন ওয়ারেসের নিকট প্রাপ্য ঋণ সম্পর্কে মৃত্যুশয্যায় উহা উসুল হওয়ার স্বীকৃতি (সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে) অন্য ওয়ারিসদের গ্রাহ্য করা ছাড়া কার্য্যকারী হয় না (শামী, ৪—৬৫০)। যদি স্ত্রী ঋণগ্রস্থা হয় এবং সে মৃত্যুশয্যায় স্বামী হইতে মহর উসুল পাওয়ার স্বীকৃতি দেয় তবে খাতকের ঋণ পরিশোধের পূর্বে সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে তাহার সেই স্বীকৃতি কার্য্যকরী হইবে না (আলমগীরী, ৪—১৮০)।

মছআলাহ ঃ— স্ত্রীর ব্যবহারে যে সমস্ত চিজ-বস্তু থাকে এবং স্বামী উহার মালিক হওয়া সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, ঐরূপ চিজ-বস্তু সম্পর্কে স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় বলে যে, ঐ জিনিষগুলি স্ত্রীরই স্বত্ব, তবে সেই উক্তিকে অবাস্তব বলা যাইবে না। (৩৮৪ পৃঃ)

অন্যের ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা

১২৭০। হাদীছ ঃ—সায়াদ ইবনে ওবাদা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইন্তেকাল করেন। (শেষ সময় মাতার দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকায় তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমার মাতা ইন্তেকাল করিয়াছেন; মৃত্যু সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম না। আমি তাঁহার জন্য দান-খয়রাত করিলে তাহাতে তিনি লাভবান হইবেন কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—হাঁ। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার "মেখরাফ" নামক বাগানটি ছদকা করিয়া দিলাম উহার ছওয়াব আমার মাতা লাভ করুন।

মিরাস বণ্টন কালে কিছু অংশ দান-খয়রাত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ

فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

"মিরাস বণ্টনকালে যদি আত্মীয়স্বজন এবং এতিম মিছকীনরা উপস্থিত হয় তবে তাহাদেরকে উহার কিছু অংশ দান কর। (আর ওয়ারেসগণ নাবালেগ হওয়ার কারণে দানে অক্ষম হইলে) তাহাদেরে নরম কথা বলিয়া দাও।" (৪ পাঃ ১২ রুঃ)

১২৭১। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকেরা বলিয়া থাকে এই (উপরোক্ত) আয়াতটি মনছুখ তথা ইহার নির্দেশটি রহিত হইয়া গিয়াছে; কখনও নয়—খোদার কসম, ইহা মনছুখ হয় নাই। অবশ্য ইহার অনুসরণে লোকেরা শিথিল হইয়া গিয়াছে। ভাগ-বণ্টনকারীরা সাবালক ওয়ারেস হইলে তাহারা দান-খয়রাত করিবে। আর ভাগ-বণ্টনকারীরা নিজেরা ওয়ারেস না হইয়া নাবালক ওয়ারেসদের পক্ষে ভাগ-বণ্টন সম্পাদনকারী হইলে উপস্থিত দান প্রার্থীদেরকে নরম কথায় বুঝাইয়া দিবে যে, এই মাল-সম্পত্তির মালিক নাবালক হওয়ায় আমরা তোমাদেরকে কিছু দিতে অক্ষম।

আকস্মিক মৃতের জন্য দান-খয়রাত করা এবং মৃতের মান্নত আদায় করা

১২৭২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিল, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করিয়াছেন। আমার ধারণা হয়, তিনি মৃত্যুকালে কথা বলার সুযোগ পাইলে দান-খয়রাত করিতেন। আমি তাঁহার জন্য ছদকা করিব কি? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তাহার জন্য তুমি ছদকা কর।

১২৭৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, সায়াদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট মছআলাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি বলিলেন, আমার মা ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার একটি মান্নত অপূরণ রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি তাহার তরফ হইতে মান্নত আদায় করিয়া দাও।

দুইটি পরিচ্ছেদের বিষয়

● রোগ শয্যায় বা মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি কথায় কিছু না বলিয়া সুস্পষ্ট ইশারার দ্বারা কোন বিষয় প্রকাশ করে তবে তাহা গৃহিত হইবে (৩৮৩ পৃঃ)। অর্থাৎ এই আকারেও অছিয়্যত বা স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—من بعد وصية يوصى بها او دين অর্থাৎ উত্তরাধিকারীগণ মিরাসের অধিকারী হইবে অছিয়্যত পূরণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর।

এই আয়াতের প্রকাশ ভঙ্গিতে ধারণা করা হইতে পারে যে, অছিয়্যত পূরণ করা ঋণ পরিশোধ হইতে অগ্রগণ্য; প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণ পরিশোধ করা অছিয়্যত হইতেও অগ্রগণ্য। আয়াতের মধ্যে ঋণের পূর্বে অছিয়্যতের উল্লেখ শুধু অছিয়্যতের প্রতি বিশেষ তাকিদ প্রদর্শনের জন্য হইয়াছে; কারণ, অছিয়্যতের প্রতি সাধারণতঃ শিথিলতার আশঙ্কা অধিক।

একাধিক হাদীছে নবী (দঃ) অছিয়্যত পূরণের পূর্বে ঋণ পরিশোধের আদেশ করিয়াছেন।

(৩৪৮ পৃঃ)

এতিমদের হক্ক ও ধন-সম্পত্তি সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ.....

অর্থ—এতিমগণের ধন-সম্পদ (তোমাদের নিকট থাকিলে) তাহাদিগকে তাহাদের হক (পুরাপুরি) প্রদান করিও, (এমনকি শুধু গণনা ঠিক রাখিয়া) স্বীয় মন্দ বস্তুর দ্বারা পরিবর্তন ও বিনিময় সাধন করিও না এবং স্বীয় মালের সঙ্গে তাহাদের মাল জড়িত করিয়া (ছলে-বলে, কলে-কৌশলে) তাহাদের মাল আত্মসাৎ করিও না। এইরূপ করা অতিশয় বড় গুনাহ। (এতিমদের সর্ব রকমের হক্কের প্রতি সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এমনকি যদি কাহারও প্রতিপালনে এমন কোন এতিম মেয়ে থাকে যাহার সঙ্গে বিবাহ শুদ্ধ হয় এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি ঐ এতিম মেয়েকে বিবাহ করিতে মনস্থ করে তবে তাহাকে ঐ মেয়ের মহরানার হক্ক পূর্ণরূপে আদায় করিতে হইবে। নিজ আয়ত্বের মেয়ে বলিয়া মহর কম দেওয়া জায়েয হইবে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে) যদি আশঙ্কা হয় যে, (সুযোগ দৃষ্টে স্বীয় মনোবলকে দৃঢ় রাখিয়া ঐ মেয়ের) পূর্ণ মহরানা দিতে সক্ষম হইবে না, তবে ঐ মেয়ের বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া অন্য কোন হালাল সূত্রের নারী বিবাহ করিবে।

(পবিত্র কোরআন ৪ পাঃ ১২ রুঃ)

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই আয়াতের মর্ম এই যে—কোন এতীম মেয়ে যদি এমন কোন ব্যক্তির প্রতিপালনে থাকে (যাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ শুদ্ধ হয়), সেই ব্যক্তি ঐ মেয়ের ধন-সম্পদে বা রূপে-গুণে আসক্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করার মনস্থ করে, কিন্তু নিজ আয়ত্বের মেয়ে বলিয়া তাহার মহরানা পূর্ণ দিতে চায় না, এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ মেয়েকে পূর্ণ মহর না দিয়া বিবাহ করায় বাধা প্রদান করা হইয়াছে এবং পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, অন্য নারী বিবাহ কর।

অন্ধকার যুগে নারীদের প্রতি অন্যায় করা এবং তাহাদের কোন হক্ক ও প্রাপ্য তাহাদিগকে না দেওয়া একটি স্বাভাবিক রীতি ছিল। সেই রীতির অভ্যস্ত লোকগণ ইসলামের উল্লিখিত বিধানকে মনোপুত দৃষ্টিতে দেখিতে না পারিয়া তাহারা ঐ বিধানের বিলুপ্তির লালসায় পুনঃ পুনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে নারীদের মিরাস-স্বত্ব ও পূর্ণ মহরানা ইত্যাদি হক্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল যে, তাহা কি বাধ্যতামূলক প্রদান করিতেই হইবে?

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐরূপে জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরেই এই আয়াতটি নাযেল হয়—

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ.....

অর্থ---অনেকেই আপনার নিকট নারীদের পূর্ণ হক ও প্রাপ্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া থাকে। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ তায়ালা নারীদের বিষয়ে পূর্ব বর্ণিত পূর্ণ হক প্রদানের বিধানকেই বলবৎ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ঐ সম্পর্কে কোরআনের যেই আয়াত তাহাদের সম্মুখে পূর্ব হইতেই প্রচারিত হইতেছে উহাই উক্ত জিজ্ঞাসাবাদের শেষ মীমাংসা।

আল্লাহ তায়ালার আদেশটির তাৎপর্য্য বর্ণনায় আয়েশা (রা.) একটি সাধারণ যুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কাহারও অধীনস্থ এতিম মেয়ে সম্পত্তির অধিকারীণী ও রূপসী না হইলে দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ইত্যাদি কোন প্রকার আকর্ষণেই ঐ ব্যক্তি সেই মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তবে কেন সেই মেয়ে রূপসী বা ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া অবস্থায় তাহার হক ও প্রাপ্য লাঘব করতঃ মহর কম দিয়া ঐ ব্যক্তির আকৃষ্টতা পূরণের সুযোগ দেওয়া হইবে? কখনও নহে। আকৃষ্টতার স্থলে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ণ হক প্রদানেই গ্রহণ করিতে পারিবে, নতুবা নহে। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ....

অর্থ---এতীমের ধন-সম্পদ তোমার হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে থাকিলে উহা তাহার হস্তে অর্পণ করার পূর্বে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি ও হাল-অবস্থার অনুসন্ধান করিয়া লও। (এতীম নাবালেগ থাকাবস্থায় তাহার হস্তে ধন অর্পণ করিবে না,) এতীম যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন যদি তাহার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির পরিচয় পাও তবে তাহাকে তাহার ধন-সম্পদ অর্পণ কর। সাবধান! এতীমদের ধন অযথা খরচ করিও না এবং সে বড় হইয়া স্বীয় ধন হস্তগত করিয়া নিবে---এই ভয়ে উহা হজম করিয়া ফেলার জন্য তৎপর হইও না। এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণকারী যদি স্বচ্ছল হয় তবে এতীমের ধন ব্যবহার করা হইতে পূর্ণ সংযমী হইবে। হাঁ---যদি সে নিঃসম্বল হয় তবে সে এতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণে লিপ্ততানুপাতিক পারিশ্রমিক স্বরূপ সাধারণ নিয়মের পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে।

যখন এতীমের ধন তাহাকে অর্পণ কর তখন অন্যান্য লোকগণকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত রাখ। (কিন্তু কোন প্রকার কৃত্রিম হিসাব-নিকাশের দ্বারা ছলে-বলে, কলে-কৌশলে লোক-চোখে নির্দোষ থাকিয়া এতীমকে ঠকাইবার চেষ্টা করিবে না; ঐরূপ চেষ্টা বৃথা ও নিস্ফল। কারণ,) আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে হিসাব দানকালে বাস্তব ঘটনা প্রকাশ হওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে না।

পুরুষগণ যেরূপ পিতা-মাতার ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইয়া থাকে তদ্রূপ নারীগণও পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইবে; ঐরূপ সম্পত্তি পরিমাণে কম হউক বা বেশী হউক উহাতে প্রত্যেকের অংশ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে (৪ পাঃ ১২ রুঃ)। পরবর্তী আয়াতে আছে---

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ٥

আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়াতের মর্ম হইল—এতীমের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী স্বচ্ছল অবস্থার না হইলে সে এতীমের মাল সম্পর্কে স্বীয় পরিশ্রমানুপাতিক সাধারণ নিয়মের পরিমাণ ঐ মাল ভোগ করিতে পারিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي.....

অর্থ—যাহারা এতীমের মাল অন্যায়রূপে ভোগ করে তাহারা বস্তুতঃ অগ্নি দ্বারা পেট পূর্ণ করিতেছে এবং (পরিণামে) তাহারা অচিরেই ভীষণ প্রজ্জ্বলিত দাউ দাউ অগ্নিতে প্রবেশ করিবে (৪ পাঃ ১২ রুঃ)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ.....

অর্থ—অনেকেই আপনার নিকট এতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে (যে—এতীমের খাওয়া-পড়ার ব্যবস্থা একত্রে করা যায় কি—না? এস্থলে সন্দেহের কারণ এই যে, এতীমের জন্য তাহার মাল হইতে যে পরিমাণ লওয়া হইয়াছে, হয়ত সে ঐ পরিমাণ পূর্ণ ব্যবহার করে নাই। যেমন তাহার জন্য তাহার মাল হইতে এক পোয়া চাউল সকলের চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একত্রে পাক করা হইল, কিন্তু সে পূর্ণ এক পোয়া চাউলের ভাত খাইল না, বরং কিছু অংশ বঞ্চিত হইয়া অন্যান্যদের ভাগে খরচ হইয়া গেল; বস্তুতঃ এই অবস্থায় এতীমের মাল খাওয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়, অথচ এতীমের মাল খাওয়ার ভয়াবহ পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর, তাই উল্লিখিত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের সূচনা হইল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—) আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, এতীমদের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা, হিত ও লাভজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উত্তম, (এতদদৃষ্টে যদিও একত্রে খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করায় এতীমদের পক্ষে সামান্য ক্ষতি দেখা যায়, কিন্তু ঐ ব্যবস্থার বিপরীত যদি তাহার জন্য সব কিছু ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তবে তাহার পক্ষে বহু গুণ খরচ বাড়িয়া যাইবে—যাহার তুলনায় ঐ নগণ্য ক্ষতি বস্তুতঃ কোন ক্ষতিই নহে। অতএব একত্রিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু এই একত্রিত ব্যবস্থার সুযোগ পাইয়া নানাপ্রকার ছল-চাতুরী, কল-কৌশলে এতীমের মাল অধিক ব্যয় করিয়া স্বয়ং লাভবান হওয়ার কু-চেষ্টা করিবে না। কারণ ছল-চাতুরী ও কল-কৌশল দ্বারা লোক-চোখে নির্দোষ থাকা সম্ভব বটে, কিন্তু অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে বাস্তব অবস্থা গোপন থাকা সম্ভব নহে); আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টরূপে জানিয়া থাকিবেন—কে (এতীমের পক্ষে) শুভাকাঙ্ক্ষী এবং কে (তাহার) অনিষ্টকারী! (৫ পাঃ ১১ রুঃ)

● মোহাম্মদ ইবনে সিরীন (রঃ) বলিয়াছেন, এতীমের মাল সম্পর্কে একা একা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না, এতীমের হিতাকাঙ্খী ও শুভাকাঙ্খী কতিপয় ব্যক্তি একত্রে চিন্তা ও পরামর্শ করিয়া উত্তম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

● প্রসিদ্ধ তাবেয়ী—আ'তা (রঃ)কে এতীম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি এই আয়াতখানা স্মরণ করাইয়া দিতেন—والله يعلم المفسد من المصلح "কে হিতাকাঙ্খী এবং কে অনিষ্টকারী তাহা আল্লাহ ভালরূপ জানিয়া থাকিবেন।"

তিনি ইহাও বলিতেন যে, ছোট-বড় কতিপয় এতিম একত্রিত থাকিলে প্রত্যেকের পক্ষে তাহার অংশ হইতে তাহার প্রয়োজন পরিমাণ ব্যয় করিবে।

১২৭৪। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ۝

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সাত প্রকার ধ্বংসকারী গোনাহকে তোমরা বিশেষরূপে পরিহার করিয়া চল। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ! উহা কি কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, (১) স্বীয় কার্য্য বা কথায় আল্লার শরীক প্রতীয়মান করা। (২) যাদু করা। (৩) ইসলামের বিধানানুসারে নিরাপত্তার অধিকারী মানুষকে অন্যায়রূপে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া। (৫) এতীমের ধন আত্মসাৎ করা। (৬) জেহাদের ময়দান হইতে পলয়ান করা। (৭) সৎ ও সাধু প্রকৃতির মোসলেম নারীর সতীত্বের উপর মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগ করা।

মছআলাহ :— এতীমের দ্বারা কোন কাজ লওয়া বা তাহার খেদমত ও সেবা গ্রহণ করা ঐ ক্ষেত্রে জায়েয হইবে যে ক্ষেত্রে খেদমত ও সেবার মাধ্যমে এতীমের উপকার ও উন্নতি লাভ হয় (৩৮৮ পৃঃ)।

ওয়াক্‌ফ-সম্পর্কে কতিপয় বিষয়

১২৭৫। হাদীছ :—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ওমর (রাঃ) বিজিত 'খায়বর' এলাকায় কিছু জমি লাভ করিলেন। তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমি খায়বর এলাকায় অতি উত্তম জমি লাভ করিয়াছি, ইহাই আমার সর্বোত্তম সম্পত্তি। (আমি ইহাকে আল্লার রাস্তায় দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।) এই সম্পর্কে আপনার আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করি। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে মুল জমিটি ওয়াক্‌ফ করিয়া উহার উৎপন্ন দান-খয়রাতে ব্যয় করিতে পারেন। ওমর (রাঃ) তাহাই করিলেন এবং এইরূপে ওয়াক্‌ফনামা

লিখিলেন—আমার অমুক জমি (কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্বদার জন্য) ওয়াক্‌ফ; মূল জমিটি বিক্রি করা যাইবে না, হেবা করা যাইবে না, উহার উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্থাপন করা যাইবে না। (উহার উৎপন্ন) গরীব-মিছকিন, আত্মীয়-স্বজনকে দান করা হইবে এবং ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদের মধ্যে ব্যয় করা হইবে এবং অতিথি ও পথিক মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা যাইবে। যে ব্যক্তি উহার রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত হইবে সেও ঐ উৎপন্ন হইতে প্রয়োজন পরিমাণ খাইতে পারিবে এবং আবশ্যক বোধে স্বীয় বন্ধুকেও খাওয়াইতে পারিবে, কিন্তু নিজ সম্পদরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১১৭৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি ইহজগৎ ত্যাগকালীন কোন ধন-সম্পদ রাখিয়া গেলে আমার উত্তরাধিকারিগণ উহা ভাগ-বণ্টন করিয়া নিতে পারিবে না। আমার স্ত্রীগণের ভরণ-শোষণ এবং কার্য্য পরিচালনকারীর ব্যয় বহনাতিরিক্ত আমার পরিত্যক্ত সমুদয় বস্তু ছদকা গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা নবীগণ সম্পর্কীয় একটি বিশেষ বিধান যে, তাঁহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, উহা ওয়াক্‌ফ রূপে ছদকা ও দান পরিগণিত হইয়া থাকে।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফকারী যদি এইরূপে ওয়াক্‌ফ করে যে, আমার জীবনকাল পর্য্যন্ত আমিই ইহার সমুদয় আয়-উৎপন্ন ভোগ করিব, বা প্রয়োজন পরিমাণ আমি নিজের জন্য ব্যয় করিব, আমার পরে ইহা বা ইহার সম্পূর্ণ আয়-উৎপন্ন দান পরিগণিত হইবে। এই ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হইবে এবং ওয়াক্‌ফকারী জীবিত থাকা পর্য্যন্ত উহার আয়-উৎপন্ন সম্পূর্ণ বা প্রয়োজন পরিমাণ ভোগ করিতে পারিবে। তাহার মৃত্যুর পর উহা সাধারণ গরীবদের জন্য বা তাহার নির্দ্ধারিত পাত্রের জন্য ছদকা ও দান গণ্য হইবে (৩৮৯ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—ওয়াক্‌ফকারী স্বয়ং নিজে ওয়াক্‌ফের মোতাওল্লী হইতে পারে। অবশ্য সে যদি ওয়াক্‌ফ পরিচালনায় খেয়ানতকারী বা দুর্নীতিবাজ প্রমাণিত হয় তবে তাহাকে অপসারিত করা যাইবে (৩৮৫ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে (৩৮৯ পৃঃ)।

মছআলাহ ঃ—অস্থাবর জিনিষ—যেমন, জেহাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদি ওয়াক্‌ফ করিলে তাহা শুদ্ধ হইবে (ঐ)।

মৃত্যুকালে অছিয়্যত করায় সাক্ষী রাখা

১১৭৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তামীম-দারী ও আদি ইবনে বাদ্দা নামক (খৃষ্টান) দুই ব্যক্তি সিরিয়া দেশে বাণিজ্য করিতে গেল। তাহাদের সঙ্গে বোদায়েল সাহমী নামক তৃতীয় এক মোসলমান ব্যক্তিও বাণিজ্য করিতে

গেলেন। তথায় পৌঁছিয়া মোসলমান ব্যক্তি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন। তখন সিরিয়া দেশে মোসলমানের বসাবাস ছিল না এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ও অমোসলেম ছিল। (অগত্যা মোসলমান ব্যক্তির মৃত্যুকালে যাহা কিছু অছিয়্যত করার ছিল তাহা অমোসলেম সঙ্গীদ্বয়ের সম্মুখেই করিয়া যাইতে হইল এবং তিনি তাহার সমস্ত মাল তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্বও সঙ্গীদ্বয়ের উপরই ন্যাস্ত করিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার মাল সমুহের মধ্যে প্রধানতম বস্তু ছিল একটি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য নির্মিত পেয়ালা। সঙ্গীদ্বয় ঐ পেয়ালাটি গোপনে এক সহস্র রৌপ্য-মুদ্রায় বিক্রি করিয়া দিল এবং উভয়ে ঐ এক সহস্র মুদ্রা বণ্টন করিয়া নিল। অন্যান্য) সমুদয় মাল তাহারা দেশে ফিরিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। (মৃত ব্যক্তি স্বীয় সমুদয় মালের হিসাব ও বিবরণ লিখিত একটি কাগজ সঙ্গীদ্বয়ের অগোচরে স্বীয় মাল-ছামানের ভিতরে রাখিয়া দিয়াছিল। ঐ কাগজখানা উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হইল।) তাহারা পেয়ালার বিষয় অবগত হইয়া অছিয়্যতকারীর সঙ্গীদ্বয়কে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। (সঙ্গীদ্বয় ঐ পেয়ালার বিষয় কিছু অবগত নহে বলিয়া মিথ্যা উক্তি কবিল।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে তিনি কসম খাইবার আদেশ করিলেন; তবুও তাহারা সত্য বিষয় স্বীকার করিল না; মিথ্যা উক্তির উপরই তাহারা কসম খাইয়া রেহায়ী পাইল। অতঃপর সেই রৌপ্য নির্মিত পেয়ালাটি মক্কার বাজারে বিক্রি হইতে দেখা গেল।

মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ পেয়ালার বিক্রেতাগণকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা ইহা কোথা হইতে পাইলে? তাহারা বলিল, তামীম-দারী ও আদী-ইবনে বাদ্দার নিকট হইতে ইহা আমরা ক্রয় করিয়া লইয়াছি। (অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা এবার বলিল যে, আমরা মৃত ব্যক্তির নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলাম। এই ঘটনা দ্বিতীয়বার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত করা হইল।) এতদসম্পর্কে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল; যাহার মর্ম এই ছিল যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি কসম খাইবে।

তদানুসারে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি কসম খাইয়া বলিল, প্রথমে বিবাদী পক্ষ যেই কসম খাইয়াছিল (যে, পেয়ালা সম্পর্কে আমরা কিছু জ্ঞাত নহি সেই কসমের বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায়) আমরা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাহাদের সেই কসম সঠিক ছিল না এবং (তাহাদের ক্রয় করার দাবীর উপর কোন প্রমাণ না থাকায়) আমাদের এই কসম অগ্রগণ্য যে, ঐ পেয়ালা আমাদের আত্মীয় মৃত ব্যক্তিরই স্বত্ব।

(অতঃপর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের কসমকেই অগ্রগণ্য করা হইল এবং তাহাদের পক্ষেই রায় প্রদান পুর্বক পেয়ালা তাহাদিগকে দেওয়া হইল। এই ঘটনার পরে তামীম-দারী (রাঃ) মোসলমান হইয়া ছাহাবী হইয়াছিলেন।)

চতুর্দশ অধ্যায়

জেহাদ

"জেহাদ" বলিতে সাধারণতঃ আমরা অস্ত্র ধারণ—যুদ্ধ লড়াই বুঝিয়া থাকি। বস্তুতঃ উহার অর্থ তদপেক্ষা অতিশয় ব্যাপক। "জেহাদ" একটি আরবী শব্দ, "জাহ্‌দ" ধাতু হইতে নির্গত। "জাহ্‌দ" অর্থ দুঃখ-যাতনা ভোগ, তাই "জেহাদ" শব্দের মূল অর্থ (উদ্দেশ্য সাধনে) কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-যাতনা ভোগ করতঃ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া যাওয়া। ইহা একটি ব্যাপক ক্রিয়া পদ। ইহা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন সূত্র ও ক্ষেত্র আছে। সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ ক্ষেত্র হইল অস্ত্র ধারণ বা যুদ্ধ ও লড়াই, যাহাতে দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না; এমনকি প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ঘটনাক্রমে বা আবশ্যকবোধে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রটির জন্য আরবী ভাষায় বিশেষ শব্দ রহিয়াছে "কেতাল"।

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্বের বাস্তব ও খাঁটি বিকাশন তথা আল্লার দ্বীন—দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি, বরং উহার এবং বিশ্ব স্রষ্টা কর্তৃক নির্দ্ধারিত উহার সর্বময় অনুশাসন সমূহ প্রবর্তনের জন্য সারা বিশ্বকে বাধামুক্ত নিরাপদ ক্ষেত্ররূপে তৈরী করার কর্তব্য পালনে আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা চালাইয়া যাওয়ার প্রতিটি সূত্র ও ক্রিয়া জেহাদের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যাপক অর্থেই জেহাদ মোসলমানদের উপর ফরজ।

যুদ্ধ লড়াই বা অস্ত্রধারণ জেহাদের একটি অন্যতম বিশিষ্ট বিভাগ, এমনকি সাধারণের ভাষায় জেহাদ শব্দ এই অর্থকেই বুঝায় এবং বিশেষরূপে এই বিভাগটি ফরজ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই অর্থের জন্য আরবী ভাষার বিশেষ শব্দ "قتال—কেতাল" শব্দের মাধ্যমে নির্দেশ দান করা হইয়াছে। অতএব "জেহাদ" উহার মূল ব্যাপক অর্থেও ফরজ এবং বিশেষরূপে অস্ত্রধারণ অর্থেও ফরজ। যাহারা জেহাদকে শুধু অস্ত্রধারণ অর্থে ফরজ মনে করিয়া থাকেন তাঁহারা যেরূপ ভুল করিতেছেন তদ্রূপ যাহারা অস্ত্রধারণকে জেহাদের অন্তর্ভুক্ত না মানিয়া শুধু অন্যান্য রকমের চেষ্টা তদবীরকেই জেহাদের উদ্দেশ্যরূপে নির্দ্ধারণ করিতেছেন তাহারাও বিজাতীয় প্রভাব-প্রসূত মারাত্মক ভুলে পতিত আছেন।

জেহাদ অস্ত্রধারণ অর্থেও ফরজ হওয়ার প্রমাণে কোরআন শরীফের বহু আয়াত এবং অনেক অনেক হাদীছ বিদ্যমান আছে। যথা—

(১) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

অর্থ—অমোসলেম কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ—যুদ্ধ-লড়াই চালাইতে থাক যাবৎ দ্বীন-ইসলাম ও উহার বিধান প্রবর্তনে বাঁধা-বিঘ্ন সৃষ্টিকারক শক্তি ও ক্ষমতা বিলুপ্ত ও অপসারিত না হয় এবং একমাত্র আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হয়।

(৯ পারা শেষে এবং ২য় পারা আট রুকুতেও অনুরূপ আয়াত আছে।)

(২) وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ—আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখিও, আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন ও জানেন। (মুখের কথা, হাত-পায়ের কার্য্যধারা ও অন্তরের নিয়্যত খালেছরূপে আল্লার দ্বীনের জন্য না হইলে তাহা জেহাদ গণ্য হইবে না।)

(৩) فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْيَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

অর্থ—(কাফেররা) যাহারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই যথা-সর্বস্ব মনে করিয়া উহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে (আখেরাতের জীবনের জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই) তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ কর। আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিতে যাহারা শহীদ হইবে বা জয়ী হইবে অচিরেই তাহাদিগকে অতি বড় পুরস্কার দান করিব। (৫ পাঃ ৭ রুঃ)

(৪) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ......

অর্থ—(পূর্বকাল হইতে ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্য্যন্ত শরীয়তের বিধান মতে চাঁদের হিসাবে বৎসরে চারিটি বিশিষ্ট মাসে—জিলকদ, জিলহজ্জ, মোহার্‌রম ও রজব এই চার মাসে এবং চুক্তি করিয়া থাকিলে চুক্তির সময় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার যুদ্ধ-জেহাদ করা নিষিদ্ধ ছিল। ঐ মাস কয়টিকে সম্মানিত মাস বলা হইত; সেই) বিশিষ্ট মাস কয়টি এবং চুক্তি হইয়া থাকিলে চুক্তির সময়টি অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর (হরবী তথা দ্বীন-ইসলামের প্রাধান্যের অস্বীকারকারী বিদ্রোহী) মোশরেকদেরকে যথা পাও হত্যা কর; তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আন। (আবশ্যক বোধে) তাহাদের বস্তি ঘেরাও করিয়া আবদ্ধ রাখ এবং তাহাদের দমন উদ্দেশ্যে প্রতিটি সুযোগস্থলে ঘাটি স্থাপন করতঃ ওৎ পাতিয়া থাক। অতঃপর তাহারা যদি ইসলাম-দ্রোহিতা ত্যাগ করতঃ ইসলামের বিশিষ্ট ফরজ—নামায, যাকাত অবলম্বন করে তবে তাহাদিগকে রেহাই দান কর। (১০ পাঃ ৭ রুঃ)

(৫) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ

مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○

অর্থ—যে সমস্ত কিতাবধারী কাফের (ইহুদ ও নাছারা) আল্লার উপর (সঠিকরূপে) ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও আল্লার রসুল কর্তৃক ঘোষিত হারামসমূহ বর্জন করে না, সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাও যাবৎ না তাহারা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করতঃ অধীনস্তরূপে নিজ হাতে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায় করে। (১০ পাঃ ১০ রুঃ)

(৬) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ........

অর্থ—হে নবী। কাফের এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যান এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাহাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান জাহান্নাম হইবে। (১০ পাঃ ১৬ রুঃ ও ২৮ পাঃ ছুরা তাহরীম)

(৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ....

অর্থ—হে মোসলমান জাতি। তোমরা (প্রথমে) স্বীয় সীমান্ত সংলগ্ন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাও এবং তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা দেখিতে পায়। (১১ পা ৫ রুঃ)

(৮) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ........

অর্থ—তোমাদের মনে চাউক বা না-চাউক, অল্প এবং অধিক (যাহা সাধ্যে জুটে) সমর-সাজে সজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চল এবং স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিয়া আল্লার রাস্তায় জেহাদ কর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই শ্রেণীর আয়াতসমুহের মর্ম দৃষ্টে কোন কোন মানুষের মন ইসলামের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, বিবেক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম ; ইসলামে লড়াই-ঝগড়া, মারামারি, রক্তারক্তির অবকাশ থাকিবে কেন—উহা ফরজ তথা ইসলামের অপরিহার্য্য বিধান কেন হইবে ?

এইরূপ শান্তির ধ্বজাধারীদের বুঝা উচিৎ যে, ইসলাম বলিষ্ঠ ধর্ম, স্বভাবের পটভূমিতে উহার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহা আছে। সংগ্রামের প্রয়োজন ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। জালিমকে বাধা দাও, মজলুমকে রক্ষা কর। ন্যায় এবং সত্য ও আদর্শের জন্য তরবারি ধর—প্রয়োজন হইলে মার এবং মর—ইহাই স্বভাব, ইহাই

ইসলামে রহিয়াছে। ইসলামে তরবারির স্থান রাখা হইয়াছে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের জন্য, আদর্শ বিস্তারের জন্য, আদর্শহীনতা প্রতিরোধের জন্য।

সত্যের সহিত শক্তি—এই দুই এর সমন্বয় ও মিলন কতইনা সুন্দর! শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াইতে পারে না, আবার সত্যহীন শক্তি জুলুমে পরিণত হয়। উভয়ের সমন্বয়েই আসে মঙ্গল ও কল্যাণ। সত্যের দ্বারা শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হয় এবং শক্তির সাহায্যে সত্য উন্নত শিরে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পায়। শক্তি সত্যাশ্রয়ী না হইলে সেই শক্তি ঘটায় দুর্গতি ও অকল্যাণ, আবার সত্য শক্তির সাহায্য না পাইলে সেই সত্য টানিয়া আনে ভীরুতা।

তরবারির জোরে ইসলাম বিস্তার বা বলপ্রয়োগে মোসলমান করা ইসলাম-অনুমোদিত নয়, তদ্রূপ কাপুরুষের ন্যায় ভীরু হৃদয়ের শুধু মিনতিও ইসলামে নাই।

সত্য ও শক্তি, দ্বীন ও দুনিয়া এই দুই-এর চমৎকার মিলনই ইসলামের বৈশিষ্ট। ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইব—এই রীতি ইসলামে নাই, তদ্রূপ ইসলাম শুধু কাকুতি মিনতির উপর নির্ভরশীল এবং শত্রুদের দয়ার ভিক্ষারী হইয়া থাকিবে—ইহাতেও ইসলাম রাজী নহে। ইহারই অর্থ এই প্রবাদের—"এক হাতে কোরআন অপর হাতে তলওয়ার"। কোরআন তথা সত্যের আলো দেখাইবে পথ, বাঁচাইবে সকল মিথ্যা ও ভ্রান্তি হইতে; সঙ্গে সঙ্গে তলওয়ার যোগাইবে সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিবার শক্তি, সামর্থ্য এবং সৎসাহস ও বলিষ্ঠ মনোবল।

মক্কার জীবনে রসুলুল্লাহ (দঃ) শক্তি ও তলোয়ার ছাড়া সত্যকে দাঁড় করাইবার কতইনা চেষ্টা করিয়াছিলেন—এক গালে চড় খাইলে প্রতিশোধের পরিবর্তে অপর গাল ফিরাইয়া দিয়াও সত্য এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার কামনা ও বাসনা করিয়াছিলেন। নবীজী (দঃ) দীর্ঘ ১৩ বৎসর এই নীতিতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু সত্য ও আদর্শকে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত করা দূরের কথা রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার ভক্তগণ তথায় টিকিয়াও থাকিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে মদীনায় আসিয়া হযরত (দঃ) সত্যকে তরবারির আশ্রয় দিয়াছেন, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য শক্তির সাহায্য যোগাইয়াছেন; ফলে সেই ১৩ বৎসর সময়েই মক্কা সহ সমগ্র আরবে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সিরিয়ায় পর্য্যন্ত সত্যের পতাকা উড্ডিন হইতে পারিয়াছিল; পরবর্তী দশকে ত সত্য তথা ইসলাম বিশ্ববিজয়ীর মর্য্যাদা পাইয়াছিল। কোরআন ও তলোয়ার, সত্য ও শক্তি এই দুই-এর মিলনের স্বাভাবিক স্বর্ণফলই ইহা।

সত্যকে তরবারীর সাহায্য ও শক্তির আশ্রয়ের সুযোগ উদ্দেশ্যেই ছিল হিজরতের প্রয়োজন। তাই হিজরতের অর্থ পলায়ণ বা আত্মগোপন নহে সাধনায় সাফল্যের সুযোগ সন্ধান মাত্র।

মক্কায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি ইসলামের স্থায়ী নীতি নহে; বিপক্ষকে সত্য বুঝিবার অবকাশ দান মাত্র বা প্রয়োজন বোধে সুযোগের প্রতিক্ষায় সাময়িকভাবে অত্যাচার সহিয়া যাওয়া মাত্র। তদ্রূপ হিজরতও প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে গিয়া উদ্দেশ্য সাধনের নূতন পথ খোঁজার কৌশল মাত্র।

জেহাদের যৌক্তিকতা :

কোরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত, ইহার প্রমাণ কোরআন শরীফেরই বহু স্থানে এমন পদ্ধতিতে উল্লিখিত রহিয়াছে যাহা সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপেই ঐ বিষয়টি প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট। স্বপক্ষের বা বিপক্ষের যে কোন ব্যক্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত ঐ পদ্ধতি অনুসারে কোরআন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত হওয়া সপ্রমাণিত দেখিয়া লইতে পারে।

সেই কোরআন দ্বারাই স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত রহিয়াছে যে, দুনিয়ার স্থায়িত্বের শেষ সীমা—মহাপ্রলয় তথা কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্ব-মানবের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও স্থিরকৃতরূপে মনোনীত দ্বীন ও ধর্ম একমাত্র দ্বীন-ইসলাম। তাই ভূ-পৃষ্ঠে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে দ্বীন-ইসলামও শুধু বাঁচিয়া থাকিবে—তাহা কাম্য নহে, বরং সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি ও অন্তরায় মুক্তরূপে সম্ভাব্য সকল প্রকার আপদ-বিপদ, বাধা-বিঘ্নের উর্দ্ধে থাকিয়া বিশ্বের প্রতি কোণে কোণে আল্লার দ্বীন—দ্বীন ইসলাম প্রবল দ্বীনরূপে বিরাজমান থাকিবে, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে ইহাই দ্বীন ইসলাম সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত দ্বীন হওয়ার বাস্তব প্রতিক্রিয়া ও মূল তাৎপর্য্য।

অতঃপর লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, দ্বীন-ইসলাম শুধুমাত্র গুটি কয়েক এবাদত-বন্দেগী, উপাসনা-প্রার্থনা, তপ-যপ জাতীয় কার্য্য ও অনুষ্ঠানাদির সমষ্টির নাম নহে, তথা সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য ধরণের ধর্ম দ্বীন-ইসলাম নহে, বরং ব্যক্তিগত, সমাজগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি মানব জীবনের প্রতিটি স্তর ও পদক্ষেপকেই দ্বীন-ইসলাম নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। দ্বীন-ইসলামের মধ্যে এবাদত-বন্দেগীর সঙ্গে সঙ্গে সতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা এবং শাসন ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত উহার বিশেষ শাসনতন্ত্র রহিয়াছে যাহাকে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট বিশ্বে চালু করিতে হইবে।

অতএব দ্বীন-ইসলামের বাস্তব প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং অন্তরায় মুক্তরূপে উহা কার্য্যকারী হওয়ার জন্য দারুল-ইসলাম—ইসলামী ষ্টেট তথা ইসলামের সমুদয় অনুশাসন প্রবর্তিত হওয়ার অন্তরায়হীন—বাধামুক্ত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। দ্বীন-ইসলাম বা আল্লার দ্বীন যেরূপ বিশ্বের কোণে কোণে প্রবল দ্বীনরূপে বিরাজমান থাকা আবশ্যক তদ্রূপ বিশ্বের কোণে কোণে দারুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়াও আবশ্যক এবং কাফের-হরবী তথা ইসলামের আধিপত্যের বিদ্রোহী শত্রুকে শায়েস্তা করাও আবশ্যক ; যাহাতে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট মানবের কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামের ছায়াতলে আসিতে এবং ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত জীবন-ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা পূর্ব বর্ণিত (১) আয়াতে এই সবের স্পষ্ট ইঙ্গিতই করিয়াছেন—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۝

জেহাদের উদ্দেশ্য ঃ

উল্লিখিত বিবরণ সমূহে স্পষ্টতই বুঝা গিয়াছে যে, অমোসলেমদিগকে তরবারী দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা জেহাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহজগত পরীক্ষাস্থল ; ইসলাম গ্রহণকে প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন রাখিলেই পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

জেহাদের উদ্দেশ্য, বিশ্ব স্রষ্টার মনোনীত দ্বীন—দ্বীন-ইসলামের জন্য সারা বিশ্বকে বাধামুক্ত এবং অন্তরায়হীন ময়দান রূপে গড়িয়া তোলা। তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যে জেহাদের উদ্দেশ্য নয় তাহার চাক্ষুস প্রমাণ এই যে, কোন দেশ বা কোন এলাকার বাসিন্দাগণ যদি দ্বীন-ইসলামের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া দেশরক্ষা ও শাসন পরিচালনার ব্যয়ভার তথা রাষ্ট্রিয় ট্যাক্স বহন করে, তবে তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় না। তাহাদের ধর্ম-মতের সহিত তাহাদের নাগরিকত্ব দান পূর্বক তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য ও ফরজ হইয়া দাঁড়ায়।

হাঁ—কোন কাফেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না বটে, কিন্তু কাফের তথা আল্লাহ তায়ালার মনোনীত দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থার অবাধ্য ব্যক্তিবর্গকে ইসলাম ও উহার বিধানসমূহ প্রবর্তনে বাধা দেওয়ার ক্ষমতায় ক্ষমতাবান অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হইবে না। নতুবা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রবর্তনে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা ও আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। সেই আশঙ্কা দুরীভূত করার জন্যই জেহাদের প্রবর্তন হইয়াছে ; যেমন—সাপ, কাহাকেও দংশন না করিয়া গর্তের ভিতর থাকিলেও উহাকে নিধন করায় সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্যই বটে। সেই জন্যই শুধু আশঙ্কার স্থল—কাফের-হরবী তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের নির্দেশ দান করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাফের—অমোসলেম ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিয়াছে তাহাদের ক্ষমতা না থাকায় আশঙ্কাও নাই, তাই তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদও হইবে না।

জেহাদ সম্পর্কে সন্দেহ ভঞ্জন ঃ

জেহাদ বলিতে যেহেতু অস্ত্রধারণ ও বল প্রয়োগ বুঝায়, তাই ইসলামের ন্যায় শান্তি-প্রিয় ও ন্যায়পরায়ন ধর্মে জেহাদের নির্দেশকে শোভণীয়রূপে গ্রহণ না করার আশঙ্কায় কোন কোন লিখক এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, শরীয়তের ফরজ একমাত্র আত্মরক্ষামূলক জেহাদ। ইসলামে আক্রমণাত্মক জেহাদের স্থান নাই।

তাহাদের আবিষ্কৃত এই অভিনব পন্থা নিতান্ত ভুল। জেহাদ ফরজ হওয়ার প্রমাণে কোরআন শরীফের যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত হইয়াছে ঐ আয়াতসমূহ এবং উহা ব্যতীত আরও বহু প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে, জেহাদ ফয়জ হওয়া কোন বিশেষ অবস্থাধীন নহে। যাহারা জেহাদকে শুধু আত্মরক্ষামূলক অবস্থায় সীমাবদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করেন তাঁহারা Inferiority Complex-এর বশীভূত হইয়া বা অপরের প্রশ্নাবলীর আশঙ্কার প্রভাবে কোরআন-হাদীছের দ্বারা প্রকাশ্যরূপে প্রমাণিত ফরজকে বাদ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ

শরীয়তের বিধানে হস্তক্ষেপ করা, কিন্তু সোজাসুজি নয়; ঘুরাইয়া ফিয়াইয়া। এক দিকে শত্রুদের কটাক্ষপাতের ভয়, অপর দিকে স্বজাতি মুসলমানদের ভয়। এই দুই ভয়ে পড়িয়া তাঁহারা জেহাদকে একেবারে বাদ দিতে পারেন নাই, শুধু আত্মরক্ষামূলক অবস্থার গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

"আক্রমণ" শব্দটি সাধারণ্যে এক প্রকার ঘৃণিত ও কলুষময় অর্থের ধারণা সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই তাঁহারা ইসলামের আদর্শ ও বিধানকে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে কলুষমুক্ত করার অভিপ্রায়ে জেহাদকে আত্মরক্ষামূলক পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলামের প্রতি তাহাদের এই পন্থার হামদর্দি ঐ বৃদ্ধার হামদর্দির ন্যায়—যেই বৃদ্ধা বাদশার পোষিত একটি বাজ পাখীকে হাতে পাইয়া উহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া উহার লম্বা নখগুলি এবং বাঁকা ঠোঁটটি কাটিয়া দিয়াছিল। সেই বৃদ্ধা নিজ জ্ঞানে ঐ বাজের প্রতি সহানুভূতিই প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে সে উহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল।

পূর্বোল্লিখিত জেহাদের মূল উদ্দেশ্য ও জেহাদ ফরজ হওয়ার মূল কারণ ও তাৎপর্য্য যাহা কোরআন ও হাদীছের দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত আছে, উহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয় যে, জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশ্য হইতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ একটি বিশেষ সংস্কারমূলক ব্যবস্থা। সংস্কারমূলক ব্যবস্থা কখনও আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় বিভক্ত হয় না। ডাক্তারগণ রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচার দ্বারা দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দূষিত অংশকে কাটিয়া ফেলিয়া রোগীর দেহের সংস্কার সাধন করিয়া থাকেন; তদ্রূপ আল্লাদ্রোহী, আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য স্থাপনের অন্তরায়—কাফের-হরবীগণ সৃষ্ট বিশ্ব দেহে বদ-রক্ত ও পচা অংশ। অস্ত্রোপচার দ্বারা বিশ্ব দেহের সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক। শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অবাধ্য দস্যু দলকে শায়েস্তা করার জন্য অভিযান চালান হয়। এইসব ক্ষেত্রের ব্যবস্থাসমূহ যেরূপ সংস্কারমূলক এবং এস্থলে আত্মরক্ষামূলক বা আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রশ্ন আসে না, বরং সর্বাবস্থায়ই উহা সংস্কারমূলক এবং সমর্থনীয় ও প্রশংসনীয়; তদ্রূপ আল্লাহদ্রোহী কাফের-হরবীগণ আল্লার সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে দস্যুদল স্বরূপ; তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। এই সংগ্রামের নামই জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহ, সুতরাং জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহও সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমূলক; উহা সর্বাবস্থায়ই সমর্থনীয় ও প্রশংসনীয়।

যাঁহারা আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক রূপের শ্রেণী-বিভক্ত করিয়া জেহাদের বিধানকে দোষমুক্ত ও কলুষমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন বস্তুতঃ তাঁহারা জেহাদকে ঐরূপ সংগ্রাম মনে করিয়াছেন যেরূপ কেহ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়া থাকে—ইহা নিছক ভুল। মোসলমানগণও যদি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বা শুধু রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে তবে উহাকে জেহাদ বলা হইবে না। ইসলামের বিধানকর্তা আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রসুল (দঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। বোখারী শরীফের হাদীছ—

جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থ—একজন লোক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেহ যুদ্ধ করে মাল ও দৌলত হাছেল করার জন্য, কেহ যুদ্ধ করে খ্যাতি লাভের জন্য, কেহ যুদ্ধ করে তাহার বীরত্ব দেখাইবার জন্য, এর মধ্যে জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ কোনটি? নবী (দঃ) বলিলেন, শুধু সেই ব্যক্তির যুদ্ধ জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ গণ্য হইবে যাহার নিয়্যত (অন্য কিছু নহে—) "শুধু আল্লার দ্বীনের প্রধান্য দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করা"। (তাছাড়া রাজ্য বিস্তার, নিজস্ব প্রাধান্য বিস্তার, ধন-দৌলত সংগ্রহ, মার্কেট প্রতিষ্ঠা, প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজের প্রাধান্য স্থাপন, নাম করা, যশ করা ইত্যাদি কিছুই তাহার উদ্দেশ্য নহে। একমাত্র আল্লার সৃষ্ট সব মানুষ আল্লার আইনকে মানিয়া নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবে—শুধু ইহাই যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য একমাত্র সে যুদ্ধকেই জেহাদ পর্য্যায়ভুক্ত করা হইবে, অন্য যুদ্ধকে জেহাদ বলাও যাইবে না বা আল্লার নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য এবং ছওয়াবের উপযুক্তও হইবে না।)

জেহাদের অনুমতিদানে সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের যেই আয়াত নাযেল হইয়াছে উহাতেও এই বিষয়টির উল্লেখ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

অর্থ—(মোসলমানগণকে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে—) যেহেতু তাহারা ভূ-পৃষ্ঠে আধিপত্য ও শাসন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে নামায কায়েম করিবে, যাকাত-ব্যবস্থা চালু করিবে, সর্বত্র সকল প্রকার সৎকর্ম জারী করিবে এবং সকল প্রকার কুকর্মের ও জুলুম-অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবে। সর্ব বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হস্তে ন্যস্ত। (কাজেই তিনি তাঁহার সৃষ্ট মানুষের মধ্যে সংস্কারমূলক জেহাদের অনুমতি দিতে পারেন; তাহাতে আপত্তি করার কাহারও অধিকার নাই।) ১৭ পাঃ ১৩ রুঃ

সার কথা এই যে, বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক বিশ্ব-মানবের জন্য মনোনীত দ্বীন-ইসলামকে সারা বিশ্বে অন্তরায়হীন ও বাধামুক্ত করা সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে সৈনিকরূপে কাজ করিয়া যাওয়াই হইল জেহাদের একমাত্র

তাৎপর্য্য, তাই এস্থলে আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক-এর প্রশ্নই অবান্তর। জেহাদ একমাত্র সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অন্য কিছু নহে।

শরীয়ত জারী হওয়ার তথা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানার বহু পরে—দীর্ঘ প্রায় ১২০০ বার শত বৎসর পরেও যখন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মোজাহেদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) স্বীয় খলীফা ও মুরিদগণের সহযোগিতায় বিদেশী বিজাতীয় দখল ও শাসন হইতে দেশকে ও জাতিকে মুক্ত করতঃ ইসলামী শাসন ও ইসলামী-নেজাম জারী করিয়া মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য ভারতের বুকে শেষ জেহাদ পরিচালিত করিয়াছিলেন, তখন জেহাদের প্রতি লোকদিগকে আহ্বানের জন্য একটি কবিতা উর্দ্দু ভাষায় লিখিয়া প্রচার করা হইয়াছিল—যাহা "রেছালা-জেহাদী" নামে অভিহিত। ইসলামী জেহাদের রূপ-রেখা নির্দ্ধারণে সেই কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করিতেছি—

واسطے دین کے لڑنا ہے نہ طمع بلاد۔

اہل اسلام اسے کہتے ہیں جہاد۔

দ্বীনের তরে লড়াই করা, রাজ্য লোভে নয়।

শোন মোমিন শরীয়তে একেই জেহাদ কয়।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ দুনিয়ার ধন-দৌলত, রাজ্য লাভ ইত্যাদি হীন স্বার্থে জেহাদ করেন নাই। শুধুমাত্র দ্বীন-ইসলাম তথা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মনোনীত মানব জাতির কল্যাণ সাধনকারী জীবন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংস্কারমূলক জেহাদই করিয়াছেন; ইসলামে উহাকেই ফরজ করা হইয়াছে।

জেহাদ সম্পর্কে যে সব তথ্য এখানে প্রকাশ করা হইল ইহা প্রশ্নাবলী এড়াইবার নিমিত্ত বা ভাবাবেগ প্রসূত বা মুখের জোর ও লেখনীর বাড়াবাড়ি নহে, এইসব বিবরণ বাস্তব তথ্য ও জেহাদের প্রকৃত রূপ—যাহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণ কার্য্য ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। মোসলেম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একখানা হাদীছ লক্ষ্যনীয়। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন সৈন্যবাহিনী কোথাও পরিচালিত করিলে সেই বাহিনীর অধিনায়ককে বিশেষরূপে কতিপয় বিষয়ের নির্দেশ দান করিতেন—অধিনায়ককে বিশেষরূপে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, (১) সর্বদা অন্তরে আল্লার ভয় জাগ্রত রাখিবে। (২) সঙ্গীগণের প্রতিটি ব্যক্তির সুখ-শান্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে, প্রতিটি ব্যক্তির শুভাকাঙ্খী হইবে। (৩) অতঃপর আল্লার নামে আল্লার রাস্তায় জেহাদ আরম্ভ করিবে। (৪) আল্লাহ-বিদ্রোহী কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। (৫) জেহাদের ময়দানে যে ধন-সম্পদ হস্তগত হইবে উহার কোন বস্তু আত্মসাৎ করিবে না। (৬) শত্রু পক্ষের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। (৭) শত্রু পক্ষের কাহারও নাক-কান কাটিয়া অবমানা করিবে না। (৮) শিশুকে, নারীকে বা দুনিয়ার

সংস্রব বিহীন সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করিবে না। (৯) কাফের মোশরেক শত্রুদের প্রতি অস্ত্রধারণ করার পূর্বে তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করিবে। প্রথমতঃ তাহাদিগকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে; যদি তাহারা সেই আহ্বানে সাড়া দেয় তবে তাহাদের পক্ষে ইসলামকে গ্রহণীয় গণ্য করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। যদি তাহারা ইসলামের প্রতি আহ্বানে সাড়াদানে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাদিগকে "জিযিয়া" তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকরূপে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স আদায়ের আদেশ করিবে। যদি সেই আদেশ মান্য করে তবে তাহাদের সেই আনুগত্য গ্রহণীয় গণ্য করিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থাবলম্বন পরিত্যাগ করিবে। যদি সেই আদেশের প্রতিও কর্ণপাত না করে তবে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা পূর্বক তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

বোখারী শরীফের একটি হাদীছে উল্লেখ আছে, খায়বরের যুদ্ধ যাহা বর্তমান যুগের ইসলাম বিরোধী, শরীয়তের কুৎসাকারীদের সঙ্কীর্ণ ভাষায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে—সেই যুদ্ধে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রণক্ষেত্রের সর্বাধিনায়করূপে নিয়োজিত হইয়া রণক্ষেত্রে যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াইয়ে ঝাপাইয়া পড়িব এবং তাহারা আমাদের ন্যায় মোমেন মোসলমান না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার ঐ মনোভাবে বাধা দান করিয়া বলিলেন, অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে কার্য্য চালাইবে। তাহাদের বস্তির নিকটবর্তী অবতরণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদের কর্তব্য জ্ঞাত করিবে। তোমার দ্বারা একটি ব্যক্তিও আল্লার পথ প্রাপ্ত হইলে তাহা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হইতে অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

এইসব শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, জেহাদ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একটি নিছক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা; একমাত্র সংস্কারের উদ্দেশ্যেই জেহাদের বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহারই ফলে এক আশ্চর্য্যজনক ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দীর্ঘ দশ বৎসর জীবন কালের মধ্যে ছোট বড় প্রায় একশত ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হয়; তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যুদ্ধের সংখ্যাও প্রায় সাতাশটি। এতগুলি যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয় নিহতদের সংখ্যা মাত্র দুই শতের উর্দ্ধে নহে। মদিনার বাসিন্দা বনু-কোরায়জা গোত্রের প্রাণদণ্ড তাহাদের আন্তর্জাতিক আইনগত মারাত্মক অপরাধের কারণে ছিল। মোসলমানদের ভয়াবহ বিপদের সুযোগে তাহারা সহঅবস্থানের সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মোসলমানদের নারী-শিশুদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়াছিল— এই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক স্থানেই জেহাদের পর যুদ্ধোত্তরকাল অপেক্ষা অধিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্তমান যুগের সভ্য জাতিগণের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধেও লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বাসিন্দাদের প্রাণ-বলি হইয়া থাকে। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা কচিকাঁচা শিশুর প্রাণও রক্ষা পায় না, দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসে, যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত যুদ্ধের বিষময় পরিণাম—বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা ঘরে ঘরে স্থায়ীরূপে বিরাজমান দেখা যায়। এই শ্রেণীর সভ্যগণ জেহাদকে চোখের কাঁটারূপে দেখিবে এবং উহার প্রতি দোষারোপ করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? বস্তুতঃ ইহা তাহাদের হিংসাত্মক কার্য্যের মাপকাঠিতে সংস্কারমূলক কার্য্যকে পরিমাণ করার পরিণতি।

জেহাদের ফজিলত

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে এই ঘোষণা জানাইয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের বিনিময়ে মোমেনগণের জান-মাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন। (এবং বিক্রেতা কর্তৃক ক্রয়-বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের এই ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে,) তাহারা (স্বীয় জান-মাল উৎসর্গ করিয়া আল্লার দ্বীনদ্রোহীদের বিরুদ্ধে) আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে সংগ্রাম করিয়া যাইবে; (নিজের সর্বস্ব জান মাল সেই সংগ্রামে নিয়োগ করিয়া দিলেই বিক্রিত বস্তু ক্রেতার হস্তে সমর্পণ পরিগণিত হইবে।) অতঃপর তাঁহারা বিপক্ষকে হত্যা করুক বা নিজে শহীদ হউক; (উভয় অবস্থাতেই বিক্রিত বস্তু সমর্পণকারী গণ্য হইয়া উহার বিনিময় তথা বেহেশত লাভের অধিকারী হইয়া যাইবে। এবং এই বিনিয়ম প্রদান সম্পর্কে ক্রেতার তথা) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার (বিদ্যমান রহিয়াছে। এই অঙ্গীকার আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত) তৌরাৎ কিতাব ও ইঞ্জিল কিতাব এবং কোরআন শরীফে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষাকারী আল্লাহ তায়ালা অপেক্ষা অধিক আর কে হইতে পারে?

হে মোমেনগণ। আল্লাহ তায়ালা'র সঙ্গে যেই ব্যবসা করার সুযোগ তোমরা পাইয়াছ সেই ব্যবসার সুসংবাদে তোমরা আনন্দিত হও (এবং অগ্রগামী হইয়া এই ব্যবসায় অবতীর্ণ হও;) বস্তুতঃ ইহা অতি বড় সাফল্য। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

১১৭৮। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لَا اَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلَا تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ - قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهٖ فَيُكْتَبُ لَهٗ حَسَنَاتٍ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিল—আমাকে এমন কোন আমলের সন্ধান দিন যাহা জেহাদের সমতুল্য হয়। হযরত (দঃ) বলিলেন, এমন কোন আমল আমি পাইনা যাহা জেহাদের সমতুল্য হইতে পারে।

অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন, মোজাহেদ (জেহাদে আত্মনিয়োগকারী) যখন হইতে জেহাদের জন্য যাত্রা করিল তখন হইতে (তাহার বাড়ী ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত) তুমি মসজিদে অবস্থান করিয়া সর্বদা নামাযে লিপ্ত থাক, মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত না হও এবং রোযা রাখিতে থাক রোযা ভঙ্গ না কর—এইরূপ থাকিতে পার কি? সে বলিল, এমন কে আছে যে এই কার্য্যে সক্ষম হইবে?

আবু হোরায়রা (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, মোজাহেদ ব্যক্তির ঘোড়া দড়িতে বাঁধা থাকাবস্থায় দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করিয়া থাকে ইহাতেও মোজাহেদের জন্য ছওয়াব লেখা হয়।

ব্যাখ্যা :—মোজাহেদ ব্যক্তির উঠা-বসা, চল-ফেরা, আহার-নিদ্রা—প্রতিটি কার্য্য ও মুহূর্ত ছওয়াবে পরিণত হইয়া থাকে, তাই সর্বদার জন্য যে ব্যক্তি নামায রোযায় ব্রত হইতে পারে একমাত্র সে-ই মোজাহেদের সমকক্ষ গণ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা সহজ সাধ্য নহে। কারণ, নামাযে আত্মনিয়োগকারী আহার-নিদ্রা মল মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি নানা প্রকার অপরিহার্য্য লিপ্ততার দ্বারা নামায হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং সেই মুহূর্তগুলিতে সে ছওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবে। পক্ষান্তরে মোজাহেদ ব্যক্তির ঐ সব লিপ্ততা থাকে, কিন্তু সে নিজেকে জেহাদে উৎসর্গ করার পর হইতে তাহার সমস্ত কার্য্য এবং প্রতিটি মুহূর্ত ছওয়াবে পরিণত হইয়া যায়।

সর্বস্ব লইয়া জেহাদে আত্মনিয়োগকারী সর্বোত্তম

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে বলিয়াছেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.....

অর্থ—হে মোমেনগণ! আমি তোমাদিগকে একটি ব্যবসার সন্ধান দিব—যে ব্যবসা তোমাদিগকে (পরকালের) ভীষণ কষ্টদায়ক আজাব হইতে পরিত্রাণ দান করিবে। (সেই ব্যবসা এই—) তোমরা আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি ঈমানে দৃঢ় থাকিবে এবং আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে স্বীয় জান-মাল দ্বারা জেহাদ—আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তবে নিশ্চয় উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলময় ও কল্যাণজনক। (এই কার্য্যের অছিলায়) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং বেহেশতে প্রবেশাধিকার দান করিবেন যাহার মধ্যে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা স্বরূপ বাগ-বাগিচার মধ্যে ও অট্টালিকার সম্মুখে নদী-নালা প্রবাহিত থাকিবে এবং অনন্তকাল থাকিবার বেহেশতে মনোরম আবাস গৃহাদিতে স্থান দান করিবেন—ইহা অতি বড় সাফল্য। (২৮ পাঃ ১০ রুঃ)

১২৭৯। হাদীছঃ— عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهٖ-

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, (সর্বোত্তম) ঐ মোমেন ব্যক্তি যে স্বীয় জান-মাল লইয়া আল্লার (দ্বীন প্রতিষ্ঠার) পথে জেহাদে আত্মনিয়োগ করে। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তারপর কোন্ ব্যক্তি উত্তম? হযরত (দঃ) বলিলেন, ঐ মোমেন ব্যক্তি যে (ধর্মদ্রোহী পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাহাড়ী এলাকার (ন্যায় কোন নির্জন) স্থানে বসবাস অবলম্বন করে এবং তথায় খোদা-ভীরুতা ও খোদা-ভক্তির জিন্দেগী অতিবাহিত করিতে থাকে। সর্বসাধারণের (উপকারের সম্পর্ক বজায় রাখিতে না পারিলেও তাহাদের) অপকার পরিহার করিয়া চলে।

১২৮০। হাদীছঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهٖ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهٖ بِاَنْ يَّتَوَفَّاهُ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ-

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহে তথা আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর মর্তবা এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি সদা-সর্বদা রোযা অবস্থায় থাকে এবং নামাযরত থাকে। অবশ্য কোন্ ব্যক্তির জেহাদ (খাঁটী ভাবে) আল্লার দ্বীনের জন্য হয় তাহা আল্লাহ তায়ালা ভালরূপেই জানেন। আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ তায়ালা জামিন হইয়া আছেন—শহীদ হওয়া অবস্থায় তাহাকে (বিনা হিসাবে ও বিনা কষ্টে) বেহেশতের অধিকারী করিবেন, অথবা পূর্ণ ছওয়াব বা ধন-সম্পদ (ও ছওয়াব উভয়টি) প্রদান করতঃ ছালামতির সহিত প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দান করিবেন।

জেহাদের সুযোগ ও শাহাদৎ লাভের দোয়া করা

ওমর (রাঃ) এই দোয়া করিতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَالْمَوْتَ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

"হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র মদীনায় শহীদী মৃত্যুর সুযোগ দান কর।"

১২৮১। হাদীছঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ওবাদা ইবনে ছামেৎ (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী আসিয়া থাকিতেন, তাঁহার স্ত্রী উম্মে-হারাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে পানাহার দ্বারা সমাদর করিতেন। একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় তশরীফ আনিলেন; উম্মে-হারাম (রাঃ) তাঁহাকে খাদ্যে আপ্যায়িত করিলেন এবং তাঁহার আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; তথায় তাঁহার নিদ্রা আসিয়া গেল। অতঃপর রসুলল্লাহ (দঃ) হাসিমুখে নিদ্রা হইতে উঠিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমার উম্মতের একটি দল আল্লার রাস্তায় জেহাদের পথে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সন্তুষ্ট চিত্তে অতিক্রম করিয়া যাইবে উহার দৃশ্য আমাকে (স্বপ্নে) দেখান হইয়াছে। (জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লাহে তথা আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদে আমার উম্মতের উৎসাহের দৃশ্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি)।

এতচ্ছ্রবণে উম্মে হারাম (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঐ দলভুক্ত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনঃ নিদ্রা গেলেন। পুনরায় হাসিমুখে নিদ্রা হইতে উঠিলেন; এইবারও তিনি ঐরূপ আর একটি দলের দৃশ্য দেখার কথা প্রকাশ করিলেন। এইবারও উম্মে-হারাম (রাঃ) ঐ দলভুক্ত হওয়ার দোয়া চাহিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে হইবে।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। মোয়াবিয়া (রাঃ) শাসনকর্তার ব্যবস্থাপনায় একটি সৈন্যদল জেহাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম সমুদ্র পথে যাত্রা করে। উম্মে-হারাম (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওবাদাহ (রাঃ) ছাহাবীর সঙ্গে সেই দলে ছিলেন এবং জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তন পথে সমুদ্র অতিক্রম করার পর যানবাহন হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জেহাদে আত্মনিয়োগকারীর মর্তবা

১২৮২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْجَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَ فِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْاَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهٗ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَاَعْلَى الْجَنَّةِ ..... وَفَوْقَهٗ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছে, নামায পূর্ণ-রূপে আদায় করিয়াছে এবং রমযানের রোযা রাখিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। চাই সে জেহাদ ফি-ছাবিলিল্লায় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকুক বা (জেহাদে অংশ গ্রহণ করার কোন সুযোগ না পাওয়ার দরুণ জেহাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া) স্বীয় জন্মভূমিতেই অবস্থান করিয়া থাকুক।

শ্রোতাগণ আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! লোকদিকে এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, বেহেশতের মধ্যে (সাধারণ শ্রেণীর উর্দ্ধে) একশত শ্রেণী আল্লাহ তায়ালা জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের জন্য তৈরী রাখিয়াছেন। যাহার পারস্পরিক ব্যবধান আসমান-জমিনের ব্যবধান সমতুল্য।

তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট বেহেশত লাভের দোয়া কর তখন ফেরদৌস বেহেশতের দোয়া করিও, উহা বেহেশতের শ্রেণী সমূহের অন্যতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। উহার উর্দ্ধে একমাত্র মহান আরশ। ফেরদৌস বেহেশতই অন্যান্য বেহেশতসমূহে প্রবাহমান নহরগুলির উৎস।

ব্যাখ্যা ঃ—উক্ত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য জেহাদের অনাবশ্যকতা প্রকাশ করা নহে, বরং নিজ ত্রুটি ব্যতিরেকে শুধু সুযোগ প্রাপ্তির অভাবে যে ব্যক্তি জেহাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া

যায় সেইরূপ ব্যক্তির নৈরাশ্যতা ও মনোবেদনা লাঘবের উদ্দেশ্যে এই হাদীছ ব্যক্ত করা হইয়াছে। এবং সেই পরিস্থিতিতে যদিও সে বেহেশত হইতে বঞ্চিত না হয়, কিন্তু জেহাদের প্রতিদানে বেহেশতের যে উচ্চ শ্রেণী লাভ হয় উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে—এই বিষয়টিও এই হাদীছে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

অল্প সময়ের জেহাদেও অনেক ছওয়াব

১২৮৩। হাদীছঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا۔

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন অংশে বা শেষার্দ্ধের কোন অংশে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লেখিত হাদীছের দুই প্রকার তাৎপর্য্য হইতে পারে (১) আমাদের নিকট সমস্ত দুনিয়া ও উহার সমস্ত ধন-সম্পদের মূল্য যে পরিমাণ, আল্লার নিকট ঐ অল্প সময়ের জন্য বাহির হওয়ার মূল্য তদপেক্ষা অধিক। (২) দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করিলে যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ হয়, অল্প সময়ের জন্য বাহির হওয়ায় তদপেক্ষা অধিক ছওয়াব লাভ হইয়া থাকে।

১২৮৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْرَوْحَةٌ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের এক ধনু পরিমাণ (তথা সামান্য) অংশ সমগ্র বিশ্বের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। নবী (দঃ) আরও বলিয়াছেন, দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন সময়ে বা শেষার্দ্ধের কোন সময়ে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমগ্র বিশ্বের ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম।

১২৮৫। হাদীছঃ— عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا۔

অর্থ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দিনের শেষার্দ্ধের কোন সময় এবং (তদ্রূপ) দিনের প্রথমার্দ্ধের কোন সময় আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া সমস্ত দুনিয়া ও দুনিয়ার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক উত্তম।

১২৮৬। হাদীছ ঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَّمُوْتُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهٗ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلَّا الشَّهِيْدُ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهٗ يَسُرُّهٗ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرٰى...

لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ يَعْنِىْ سَوْطَهٗ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট নেয়ামত সামগ্রী বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ সে মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে—যদিও তাহাকে সমগ্র জগৎ ও উহার সমস্ত ধন-সম্পদ দেওয়া হইবে বলা হয়। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি ইহার বিপরীত—তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সকল প্রকার নেয়ামত সামগ্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে। কারণ, শহীদ হওয়ার মর্তবা ও ফজিলত দেখিতে পাইয়া সে ভালবাসিবে যে, পুনরায় দুনিয়াতে আসিয়া শহীদ হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

শুধু মাত্র দিনের শেষার্দ্ধে বা প্রথমার্দ্ধে আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়া দুনিয়া ও উহার ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। বেহেশতের এক ধনুক বা এক চাবুক পরিমাণ তথা সামান্যতম অংশ সমগ্র দুনিয়ার ও দুনিয়ার সামগ্রী অপেক্ষা উত্তম।

বেহেশতের কোন একজন রমণী যদি জগদ্বাসীদের প্রতি শুধু উকি দেয়, তবে আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী সমস্ত বিশ্বকে সুবাসে পরিপূর্ণ করিয়া দিবে এবং তাঁহার মাথার ওড়না সমস্ত জগৎ ও জগতের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা রাখা ঃ

১২৮৭। হাদীছ ঃ— ان ابا هريرة رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول والذى نفسى بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدوا فى سبيل الله والذى نفسى بيده لوددت انى اقتل فى سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যেই জেহাদে বাহির হইব প্রত্যেক মোমেনই সেই জেহাদে অংশ গ্রহণে উদগ্রিব হইয়া পড়িবে—আমার পিছনে বাড়ী থাকিতে কেহই তুষ্ট হইবে না, অথচ আমি প্রত্যেককে জেহাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করায় সক্ষম নহি; (এমতাবস্থায় অনেকেই মর্মাহত হইবে—শুধু) এই ভয়ে আমি কোন কোন সময় জেহাদে যাওয়া হইতে ক্ষান্ত থাকি, নতুবা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, জেহাদে যাত্রী প্রত্যেক দলের সঙ্গেই আমি যাত্রা করিতাম।

আমি ঐ মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহার হস্তে আমার প্রাণ—আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, আমি আল্লার রাস্তায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং পুনরায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং পুনরায় শহীদ হই; অতঃপর জীবিত হইয়া আসি এবং শহীদ হই।

আল্লার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে

আল্লার পথে অর্থাৎ কোন নেক ও দ্বীনের কাজ সম্পাদনে বাহির হইয়াছে—যেমন, জেহাদের নিয়্যতে বাহির হইয়াছে অতঃপর সেই কাজে নয়, বরং কোন দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সেই ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে মৃত্যুবরণকারী গণ্য হইবে।

১২৮১নং হাদীছের ঘটনায় আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খালা—উম্মে-হারাম (রাঃ) স্বামীর সহিত এক জেহাদে গিয়াছিলেন। সেই জেহাদের ঘটনায় নয়, বরং যানবাহন হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি উক্ত জেহাদে মৃত শহীদ গণ্য হইয়াছেন।

এমনকি সেই কার্য্য সম্পাদনের পূর্বে বরং সেই কার্য্যের স্থান ও ক্ষেত্রে পৌঁছিবার পূর্বেও যদি কোন দুর্ঘটনায় বা কোন রোগে তাহার মৃত্যু হয় তবুও সে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের পূর্ণ ছওয়াব লাভ করিবে। কোরআন শরীফে আছে --

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

যখন মক্কা নগরীতে ইসলাম ছিল না, নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ মদীনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, মক্কায় থাকিয়া ইসলাম প্রকাশ করা এবং দ্বীন ইসলামের কোন কাজ করা সহজসাধ্য ছিল না; তখন মক্কাস্থিত কোন মানুষ মোসলমান হইতে চাহিলে তাহার উপর ফরজ ছিল মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসা। হিজরত করায় সামর্থবান ব্যক্তির হিজরত না করার ভয়াবহ পরিণতি ও উহার জন্য জাহান্নামের আজাবের বয়ান কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। বর্তমানেও কোন পরিবেশে তৎকালীন মক্কার ন্যায় অবস্থা হইলে তথা হইতে মোসলমানের হিজরত করা ফরজ। উল্লিখিত বিষয় বর্ণনা উপলক্ষে পবিত্র কোরআনে আলোচ্য আয়াতটি রহিয়াছে। যাহার অর্থ—"যে ব্যক্তি নিজ বাড়ী হইতে বাহির হয় আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে; অতঃপর (পথি মধ্যে) আসিয়া পড়ে তাহার উপর মৃত্যু; তাহার হিজরতের ছওয়াব ও প্রতিদান আল্লার নিকট নিশ্চয় সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে"।

আল্লার রাস্তায় কোন আঘাত লাগিলে?

১২৮৮। হাদীছ:— জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন জেহাদ অভিযানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আঙ্গুল আঘাত প্রাপ্তে রক্তাক্ত হইয়া গেল। হযরত (দঃ) আঙ্গুলটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ত একটি আঙ্গুলই মাত্র, রক্তাক্ত হইয়াছ। (আল্লার রাস্তায় আমার সর্বস্বইত উৎসর্গ;) তোমার যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা আল্লার রাস্তায়ই লাগিয়াছে (ইহা নিষ্ফল যাইবে না)।

১২৮৯। হাদীছ:— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ۔

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি—যে কোন ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আঘাত প্রাপ্ত হইবে কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ তায়ালার দরবারে এমতাবস্থায় উপস্থিত হইবে যে, তাহার আঘাত হইতে রক্ত প্রবাহিত

হইতে থাকিবে। সেই রক্ত শুধু বর্ণে রক্ত হইবে, কিন্তু (দুর্গন্ধের পরিবর্তে) মেশকের সুগন্ধিময় হইবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা খুব ভালরূপেই জানেন যে, কোন্ ব্যক্তি বাস্তবিকপক্ষে আল্লার রাস্তায় আঘাত পাইয়াছে। (বহু লোক নানা প্রসঙ্গে বা স্বীয় কোন স্বার্থ হাসিল প্রসঙ্গে জেহাদে যায় এবং আঘাত পাইয়া থাকে উহার এই ফজিলত নহে।)

জেহাদে আত্মনিয়োগকারী মোসলমানের উভয় অবস্থাই উত্তম

অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জীবন অবলম্বনকারী মোসলমানের কোন অবস্থাই তাহার পক্ষে ক্ষতি ও মন্দ হয় না। এই সংগ্রামে যদি সে প্রাণ হারায় তবে সে হয় শহীদ—যাহার বদৌলতে সে লাভ করিবে জীবনের চরম ও চির সাফল্য। আর যত দিন সে সেই সংগ্রামী জীবনে বাঁচিয়া থাকিবে—থাকিবে সে গাজী হইয়া। যাহার বদৌলতে তাহার প্রতিটি মুহূর্ত নেক কাজে ব্যয়িত গণ্য হইবে, এমনকি তাহার নিদ্রাবস্থার মুহূর্তগুলিও। এই তথ্যটির প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মোসলমানদের লক্ষ্য আকৃষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلَّا اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ

অর্থাৎ—কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনের প্রতিউত্তরে তোমরা বল যে, তোমরা আমাদের দুইটি উত্তম অবস্থারই একটির আশায় রহিয়াছ।" (১০ পাঃ ১৩ রুঃ)

আল্লার পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পণ করিলে?

কেহ যদি পণ করে, আল্লার পথে প্রাণ দিবে—যদি কোন ক্ষেত্রে তাহার শহীদ হওয়া ভাগ্যে জুটিয়া যায় তবে তাহার পণ সিদ্ধ হইলই। যদি সেরূপ না-ও হয়, কিন্তু সে নিজকে সর্বদা আল্লার পথে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে; যেন সে তাহার পণকে বাস্তবায়িত করায় প্রতীক্ষমান ও উপস্থিত রহিয়াছে সেও স্বীয় পণে সিদ্ধি লাভকারী গণ্য হইবে, এমনকি যদিও সে ঐ অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যুতেই পতিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عٰهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّنْتَظِرُ - وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণ হইতে যে সব ছাহাবী বাদ পড়িয়াছিলেন তাঁহারা পণ করিয়াছিলেন যে, অতঃপর সম্মুখে জেহাদের সুযোগ আসিলে আমাদের জীবন উৎসর্গ করার দৃশ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দেখিতে পাইবেন। অনধিককালের মধ্যেই তাঁহাদের সম্মুখে ওহোদের জেহাদ উপস্থিত হইল। তখন ঐ পণকারীদের কেহ কেহ শত্রুদের প্রতি

অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখিতে এমন ভয়াবহ অবস্থায়ও দৃঢ়পদ রহিলেন যে ক্ষেত্রে অগ্রগামী না হইয়া আশ্রয়গামী হওয়ার অনুমতি শরীয়ত অনুযায়ীও রহিয়াছে। যেমন পাঁচশত শত্রুর মোকাবেলায় একা একজনের অগ্রাভিযান। কোন কোন ছাহাবী ঐরূপ অবস্থায়ও দ্বিধা না করিয়া সম্মুখে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং শহীদ হইলেন। কেহ কেহ ঐরূপ অস্বাভাবিক কার্য্য অবলম্বনে তৎক্ষণাৎ শহীদ হইয়া যাওয়াকে এড়াইয়া গিয়া স্বাভাবিক গতিবিধি অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ঐ রণাঙ্গণে এবং পরবর্তী জীবনেও সর্বদা নিজেদের পণকে সম্মুখে উপস্থিত রাখিয়া চলিয়াছেন; কখনও উহা হইতে বিচ্যুত বা অবহেলাকারী হন নাই। উভয় শ্রেণীকেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের নিজ পণে সত্যবাদী আখ্যায় প্রসংশা করতঃ উক্ত আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যাহার অর্থ—"খাঁটী মোমেনদের অনেক লোক—তাহারা সত্য প্রমাণিত করিয়া দেখাইল নিজেদের পণকে—যেই পণে তাহারা আল্লার সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদের এক শ্রেণী ত নিজ পণের বাস্তবায়নে প্রাণকেই বিসর্জন দিয়া দিয়াছে; অপর শ্রেণী তাহারাও নিজ পণের বাস্তবায়নকে চূড়ান্তে পৌঁছাইবার প্রতীক্ষায় উপস্থিত রহিয়াছে—স্বীয় পণে বিন্দুমাত্রও রদ-বদল করে নাই, শিথিল হয় নাই।"

জেহাদের পূর্বে নেক আমল করা

প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবুদ-দরদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা নেক আমল সমূহের বদৌলতে যুদ্ধে (বিজয় ও পদ-স্থিতি লাভে) সক্ষম হইতে পারিবে।

১২৯০। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমি জেহাদে যাত্রা করিব, না—প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর অতঃপর জেহাদে অংশ গ্রহণ কর। ঐ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিল তৎপর জেহাদে শরীক হইল এবং শহীদ হইয়া গেল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার সম্পর্কে বলিলেন, অল্প (সময়) আমল করিয়াছে, কিন্তু অনেক ছওয়াব লাভ করিয়াছে।

কাফের পক্ষের আকস্মিক আঘাতে নিহত হইলে

১২৯১। হাদীছ ঃ—হারেছা ইবনে সুরাকাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় পুত্র হারেছা (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন; হারেছা (রাঃ) কম বয়স্ক যুবক; দর্শকরূপে জেহাদের ময়দানে দাঁড়ান ছিলেন, শত্রুপক্ষীয় একটি আকস্মিক-তীর বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। (যেহেতু তিনি যুদ্ধে নিহত হন নাই, তাই) তাঁহার মাতা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! হারেছার প্রতি আমার কিরূপ মায়া-মমতা তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনি আমার নিকট তাহার অবস্থা বর্ণনা করুন, যদি

(আমি নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে,) সে বেহেশত লাভ করিয়াছে তবেত আমি (তাহার অসীম সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ধৈর্য্য ধারণ করিব, নতুবা (ধৈর্য্যহারা হইয়া) আমার ক্রন্দনের সীমা থাকিবে না। হযরত (দঃ) তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তোমার কি মাথা খারাপ হইয়াছে? বেহেশতের বিভিন্ন শ্রেণী আছে, তোমার ছেলে হারেছা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণী—ফেরদাউস-বেহেশত লাভ করিয়াছে।

প্রকৃত জেহাদ

১২৯২। হাদীছ:— عن ابى موسى رضى الله عنه جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن فى سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله.

অর্থ—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোন ব্যক্তি গণীমতের ধন লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, কোন ব্যক্তি সুনাম অর্জন ও খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি স্বীয় বীরত্ব দেখাইবার জন্য যুদ্ধ করে (ইত্যাদি ইত্যাদি)। কোন্ ব্যক্তির জেহাদকে ফি-ছাবি-লিল্লাহ বলিব? হযরত (দঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে আল্লার কলেমাকে উচু করার ও উচু রাখার উদ্দেশ্যে একমাত্র তাহার যুদ্ধই জেহাদ ফি-ছাবি-লিল্লাহ গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা:—"আল্লার কলেমা"-এর উদ্দেশ্য তৌহিদ একত্ববাদ তথা দ্বীন-ইসলাম। উচু রাখার অর্থ উহার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, সারা বিশ্বে উহার প্রসার লাভের বাধা-বিপত্তি ও অন্তরায় অপসারিত করা ইত্যাদি।

আল্লার রাস্তায় যাহার পা ধুলা মাখিবে

কোরআন শরীফে আছে—

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ.....

অর্থ—মদীনা ও তৎসংলগ্ন এলাকার কোন (মোসলমান) ব্যক্তির জন্য এইরূপ করা সঙ্গত ও সমীচীন নহে যে, আল্লার রসুল জেহাদের জন্য যাত্রা করার পর সে তাঁহার

সঙ্গে না যাইয়া বাড়ী বসিয়া থাকে এবং ইহাও বিধান সম্মত নহে যে, আল্লার রসুলের জান অপেক্ষা নিজের জানের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখে। আল্লার রসুলের সঙ্গে জেহাদে যাত্রা করার আদেশ এই জন্য যে, (ইহা তাহাদের জন্যও মঙ্গলজনক। কারণ,) আল্লার (দ্বীনের জন্য জেহাদের) রাস্তায় যে কোন রকম পিপাসা-যাতনা হইলে এবং ক্লান্তি আসিলে এবং ক্ষুধার যাতনা হইলে এবং কাফেরদিগকে অসন্তুষ্টকারক অভিযানে অগ্রসর হইলে এবং কাফেরদের যে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিলে তাহাদের জন্য এক একটি নেক আমল লেখা হইবে। আল্লাহ তায়ালা নেককারগণকে প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না। এবং জেহাদের পথে তাহারা অধিক বা অল্প যে কোন প্রকার ব্যয় করিলে এবং (ধূলা-বালুর বা পাথর-কাঁকরের উপর দিয়া) পায়ে হাটিয়া রাস্তা অতিক্রম করিলে তাহাদের জন্য ইহা লিখিয়া রাখা হইবে—আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাহাদের এইসব নেক আমলের প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যে। (১১ পাঃ ৩ রুঃ)

১২৯৩। হাদীছ ঃ— عن عبد الرحمن بن جبر رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ-

অর্থ—আবদুর রহমান ইবনে জবর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন বন্দার পদদ্বয় আল্লার রাস্তায় ধূলা মাখিবে অতঃপর ঐ বন্দাকে দোযখ স্পর্শ করিবে এরূপ কখনও হইবে না।

শহীদের ফজিলত ও মর্তবা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন (৪ পাঃ ৮ রুঃ)—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا.....

অর্থ— আল্লার রাস্তায় যাঁহারা প্রাণ দিয়াছে তাঁহাদিগকে মৃত ধারণা করিও না; (তাঁহারা মৃত নয়,) বরং তাঁহারা জীবিত; স্বীয় প্রভুর নিকট তাঁহারা খাদ্য সামগ্রী ভোগ করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে যে মর্তবা দান করিয়াছেন উহাতে তাঁহারা আনন্দোৎফুল্ল এবং তাঁহাদের যে সব বন্ধু-বান্ধব এখনও (ইহজগৎ ত্যাগ করতঃ) তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা এই ভাবিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন যে, (তাহারাও আমাদের ন্যায় শহীদ হইলে) তাহাদের জন্য কোন প্রকার ভয়ের কারণ থাকিবে না এবং তাহারা কোন প্রকার ভাবনা-চিন্তায় পতিত হইবে না।

শহীদগণ আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত নেয়ামত লাভ করিয়া এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেনগণের প্রতিদান নষ্ট করেন না—ইহা বাস্তবে রূপায়িত দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

১২৯৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিরে-মাউনার ঘটনায়ক শহীদগণের সম্পর্কে কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত নাজেল হইয়াছিল—

بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমাদের বংশধরকে ওজাকে দাও, আমরা প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; আমরাও তাঁহার দানে আনন্দিত হইয়াছি।" অতঃপর উক্ত আয়াতটির তেলাওয়াত মনছুখ ও রহিত হইয়া গিয়াছে।

শহীদের উপর ফেরেশতাগণ কর্তৃক ছায়া প্রদান

১২৯৫। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন, কাফেররা তাঁহার মৃত দেহের নাক কান কাটিয়া ফেলিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাঁহার মৃতদেহ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। আমি বার বার তাঁহার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করিয়া দেখিতেছিলাম, আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে বাধা প্রদান করিতেছিল।

ঐ সময় নবী (দঃ) ক্রন্দনরতা একটি নারীর শব্দ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কাঁদিতেছে? আমরের মেয়ে বা আমরের ভগ্নি বলিয়া উক্তি করা হইল। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, কাঁদ কেন? (সে ত অতি বড় মর্তবা লাভ করিয়াছে;) মৃত্যুস্থল হইতে উঠাইয়া না আনা পর্য্যন্ত ফেরেশতাগণ ডানা দ্বারা তাহাকে ছায়া প্রদান করিতেছিলেন।

শহীদ ব্যক্তি দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে অভিলাসী

১২৯৬। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَا اَحَدٌ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ)-এর বর্ণনা—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, বেহেশতে প্রবেশের পর দুনিয়ার প্রতি ফিরিয়া আসার অভিলাসী হয় যদিও তাহাকে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়া দেওয়া হইবে বলা হয়। একমাত্র শহীদ ব্যক্তিই এইরূপ যে, সে (পুনঃ পুনঃ এমনকি) দশ বার দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া শহীদ

ক "বিরে-মাউনা" একটি বস্তির নাম। তথায় সত্তর জন ছাহাবী কাফেরদের বিশ্বাসঘাতকতায় শহীদ হইয়াছিলেন। উহার ইতিহাস বিস্তারিতরূপে জেহাদসমূহের বিবরণে বর্ণিত হইবে।

হওয়ার আকাঙ্খা করিয়া থাকে, ঐ মর্তবা পুনঃ পুনঃ হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাহা সে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতেছে ও অনুভব করিতেছে।

তরবারীর ছায়াতলে বেহেশত

● মুগিরা ইবনে শোবা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) কোন ঘটনায় বলিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে শাহাদৎ বরণকারী অবশ্যই বেহেশত লাভ করিবে।

● ওমর (রাঃ) এক ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শীথিল হইব কেন ? কাফেরদের সঙ্গে সংগ্রামে) আমাদের মৃতগণ বেহেশতে এবং তাহাদের মৃতরা নরকে যাইবে না কি ? নবী (দঃ) দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, নিশ্চয় এইরূপই হইবে।

১২৯৭। হাদীছঃ— كتب عبد الله بن ابى اوفى رضي الله عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ -

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-এর বর্ণনা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় বেহেশত তরবারীর ছায়াতলে। অর্থাৎ আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদ করিলে বেহেশত লাভ অনিবার্য্য।

অসাহসীকতা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা

১২৯৮। হাদীছঃ— প্রসিদ্ধ ছাহাবী সায়াদ (রাঃ) স্বীয় ছেলে-মেয়েদিগকে নিম্নের দোয়াটি বিশেষ যত্নের সহিত শিখাইয়া থাকিতেন ; যেরূপ শিক্ষক ছাত্রগণকে লেখা-পড়া শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তিনি বলিতেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযান্তে এই দোয়াটি পড়িয়া থাকিতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি, সাহসহারা দুর্বলচেতা হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি—জ্ঞান, চেতনা ও বোধশক্তি বিহীন বয়সে পতিত হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, দুনিয়ার ফেৎনা (তথা দুনিয়ার লোভ-লালসা, প্রেম-আসক্তি ও মোহে লিপ্ত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া) হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, কবরের আজাব হইতে।

১২৯৯। হাদীছ ঃ— انس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি নিষ্কর্মন্যতা হইতে, অলসতা দুর্বলতা সাহসহীনতা হইতে এবং শক্তি, সামর্থ্য, সচ্ছলতা ও চেতনা বোধহীন বয়স হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি জাগতিক জীবনে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং মৃত্যুকালে (কলেমা নছীব না হওয়া ইত্যাদির ন্যায়) বা মৃত্যুর পর (কবরে মোনকার-নাকীরের প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে) সঠিক পথ বিচ্যুত হওয়া হইতে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে।

জেহাদে অংশগ্রহণ ঘটনা বর্ণনা করা

অর্থাৎ—জেহাদ ইত্যাদি কোন নেক আমলে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ হইয়াছে; সেই বিষয় লোকদের নিকট আলোচনা করা—ইহাতে যদি খ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হয় তবেত তাহা নাজায়েয। আর যদি ঐরূপ খারাপ উদ্দেশ্য না থাকে, কিন্তু কোন উপকারী উদ্দেশ্যও নাই, তবে ঐ আলোচনা নাজায়েয নয়, কিন্তু ভাল নহে। আর যদি ঐ আলোচনার উদ্দেশ্য এই হয় যে, আলোচনা শুনিয়া শ্রোতা ঐ নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তবে তাহা উত্তম গণ্য হইবে। অবশ্য অনেক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐরূপ আলোচনা পরিহার করিয়াই চলেন, যেন খ্যাতি অর্জনের কোনরূপ ধারণা অন্তরে স্থান করিয়া ছওয়াব বিনষ্ট না করে।

১৩০০। হাদীছ ঃ—সায়েব ইবনে এযিদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তালহা (রাঃ), সা'দ (রাঃ) আবদুর রহমান (রাঃ) ছাহাবীগণের প্রত্যেকের সাহচর্য্যেই থাকিয়াছি। (তাঁহারা সকলেই ওহোদ জেহাদে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, কিন্তু) একমাত্র তালহা (রাঃ)কেই শুনিয়াছি—তিনি ওহোদ জেহাদের ঘটনার বর্ণনা দিতেন।

জেহাদে অংশগ্রহণ বা উহার দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ.....

অর্থ—আল্লার দ্বীনের পথে বাহির হইয়া পড়; ছামান অল্প থাকুক বা বেশী থাকুক। জেহাদ কর আল্লার পথে মাল এবং জান দ্বারা—একমাত্র ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল রহিয়াছে; যদি তোমরা জ্ঞানী হও তবে ইহার বাস্তবতা উপলব্ধি করিবে (১০ পাঃ ১২ রুঃ)। আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ -

অর্থ—হে মোমেনগণ! বড়ই পরিতাপের বিষয়—তোমাদিগকে আল্লার পথে বাহির হইবার আদেশ করা হইলে তোমরা স্ফূর্তির সহিত ধাবিত হও না—উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাও না। তোমরা কি পর-জীবনের তুলনায় জাগতিক জীবনকে বেশী ভালবাস? স্মরণ রাখিও, জাগতিক জীবন পর-জীবনের তুলনায় তুচ্ছ।

১৩০১। হাদীছঃ— عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন এই ঘোষণা করিলেন, মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা নগরী দারুল-ইসলাম হইয়াছে, মক্কা হইতে) আর হিজরত করিতে হইবে না, কিন্তু (এখন যদিও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তবুও জেহাদের সমাপ্তি হয় নাই, এখনও) জেহাদ এবং সুযোগ সাপেক্ষ জেহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প রাখা ফরজ এবং যখনই আল্লার রাস্তায় বাহির হওয়ার প্রতি আহ্বান আসিবে তখনই ধাবিত হইতে হইবে।

কাফের ব্যক্তি কোন মোসলমানকে শহীদ করিয়াছে অতঃপর সে মোসলমান হইয়া শহীদ হইয়াছেঃ

১৩০২। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট যাহাদের একজন মোসলমান অপর জন কাফের; মোসলমান ব্যক্তি আল্লার দ্বীনের জন্য কাফের ব্যক্তির সঙ্গে জেহাদে শাহাদৎ বরণ করেন। অতঃপর কাফের ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের তৌফিক দান করেন অতঃপর সেও আল্লার রাস্তায় জেহাদে শহীদ হয়।

১৩০৩। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "খয়বর" এলাকা জয় করতঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় থাকাবস্থায় আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, আমাকে গনিমতের মালের কিছু অংশ প্রদান করুন। আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ) নামক একজন ছাহাবী বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তাহাকে কিছু দিবেন না।

আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহার প্রতি কটাক্ষ করতঃ বলিলেন, এই ব্যক্তিই ইবনে কাওকাল (রাঃ)কে শহীদ করিয়াছিল। (আবান ইবনে সায়ীদ ওহোদর জেহাদকালে কাফেরদের দলে ছিলেন এবং তখন ইবনে কাওকাল (রাঃ) তাঁহারই হাতে শহীদ হইয়াছিলেন; আবু হোরায়রা (রাঃ) সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই আবান ইবনে সায়ীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি কটাক্ষ করিলেন।)

আবান ইবনে সায়ীদ (রাঃ) এই কটাক্ষের প্রতিউত্তরে আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি তিরস্কার দিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আবু হোরায়রার ন্যায় ব্যক্তি আমার প্রতি কটাক্ষ করিতেছে এক মোসলমান ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে—যাহাকে আল্লাহ তায়ালা আমার কার্য্যের অছিলায় অতি বড় মর্তবা দিয়াছেন; (তিনি আমার হাতে নিহত হওয়ায় শাহাদৎ লাভ করিয়াছেন) এবং আমাকে তাহার হাত হইতে রক্ষা করতঃ চির লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাইয়াছেন। (কারণ, তখন আমি কাফের ছিলাম; যদি আমি তখন নিহত হইতাম তবে চিরতরে নরকবাসী হইতাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সেই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমি জীবিত থাকায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছি।)

জেহাদের জন্য নফল রোযা ত্যাগ করা

১৩০৪। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তালহা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সর্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাকার দরুন নফল রোযা রাখিতেন না। হযরত (দঃ) যখন ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন তখন আবু তালহা (রাঃ)কে রোযাহীন অবস্থায় কখনও আমি দেখি নাই, শুধু রমজানের ঈদ ও কোরবানীর ঈদের (এবং উহার সংশ্লিষ্ট) দিন ব্যতীত।

জেহাদ ব্যতিরেকেও শাহাদতের ছওয়াব

১৩০৫। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্লেগ রোগে মৃত্যু প্রত্যেক মোসলমানদের জন্য শহীদের মৃত্যু গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—প্রথম খণ্ডের ৩৯৭নং হাদীছও এখানে উল্লেখ হইয়াছে। সেই হাদীছে পাঁচ প্রকারের শহীদ বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ "ফৎহুল বারী" কিতাবে বিভিন্ন হাদীছের প্রমাণে আরও অনেক প্রকারের শহীদ বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে এই শ্রেণীর শহীদের সমষ্টির বিবরণ দান করা হইল।

(১) প্লেগাক্রান্তে মৃত্যু, (২) কলেরা উদরাময়ে মৃত্যু, (৩) পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু, (৪) চাপা পড়িয়া মৃত্যু, (৫) অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যু, (৬) নিমুনিয়া আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু, (৭) সন্তান প্রসব সংক্রান্তে স্ত্রীলোকের মৃত্যু, (৮) স্বীয় ধন-সম্পদ রক্ষা সম্পর্কীয় সংগ্রামে মৃত্যু, (৯) স্বীয় প্রাণ রক্ষার সংগ্রামে মৃত্যু, (১০) স্বীয় পরিবারবর্গকে রক্ষা করার সংগ্রামে মৃত্যু, (১২) অত্যাচার হইতে রক্ষা প্রাপ্তির সংগ্রামে মৃত্যু, (১৩) জেহাদের জন্য যাত্রাপথে যে কোন প্রকারের মৃত্যু, (১৪) বিদেশে মৃত্যু, (১৫) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারাদান অবস্থায় মৃত্যু, (১৬) সর্প দংশনে মৃত্যু, (১৭) দমবন্ধ হইয়া মৃত্যু (১৮) হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃত্যু, (১৯) যানবাহন হইতে পতিত হইয়া মৃত্যু, (২০) সমুদ্রপথে সমুদ্র-তরঙ্গে দোলায়মান হওয়ার দরুন মাথায় চক্র, উদগিরণ ইত্যাদি উপসর্গে মৃত্যু, (২১) যে ব্যক্তি বাস্তব ও খাঁটীরূপে আল্লার রাস্তায় জেহাদে শাহাদৎ লাভের সন্ধানী হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার প্রার্থনা করিতে থাকিবে এবং এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইবে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা জেহাদ ব্যতিরেকেই শহীদের মর্তবা দান করিবেন।

জেহাদের সামর্থহারা হইলে

১৩০৬। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই আয়াতটি নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, যায়েদকে ডাকিয়া দাও; সে যেন (লিখিবার জন্য) দোয়াত এবং কাষ্ঠপত্র সঙ্গে আনে। তিনি আসিলে পর নবী (দঃ) বলিলেন, লিখ—..... لا يستوى القاعدون "মোমেনগণের মধ্য হইতে যাহারা বসিয়া থাকে আর যাহারা আল্লার পথে জেহাদ করে—উভয়ে সমপর্য্যায়ের হইতে পারিবে না।" ঐ সময়ে অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে

অসাল্লামের পিছনে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি? আমি অন্ধ মানুষ! তখন উক্ত আয়াতটির স্থলে (অতিরিক্ত একটি বাক্যের সহিত) এইরূপে আয়াত নাযেল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ

ব্যাখ্যা:—এই ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম (রাঃ) অন্ধ ছাহাবীর উল্লিখিত প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁহার প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আয়াতের মধ্যে যেহেতু গয়রহভাবে জেহাদ হইতে বসিয়া থাকার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে, সুতরাং আমি অন্ধের প্রতিও যদি আপনার আদেশ হয় তবে আমি সাধ্য মোতাবেক জেহাদে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত আছি। এইরূপ প্রস্তুতিই মোমেন ও মোসলমানের পরিচয়। আয়াতটির তরজমা সম্মুখে রহিয়াছে।

১৩০৭। হাদীছ:—যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) ছাহাবী তিনি কোরআনের আয়াত নাযেল হইলে উহা লিখিয়া রাখার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে সদ্য অবতারিত এই আয়াতটি লিখিতে বলিলেন,

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

যায়েদ (রাঃ) একটি অস্থি বা হাড়ের উপর আয়াতটি লিখিয়া লইলেন। ঐ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মকতুম (রাঃ) অন্ধ ছাহাবী হযরতের সম্মুখে আসিলেন এবং দৃষ্টিহীনতার ওজর পেশ করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি যদি (অন্ধ না হইতাম এবং) জেহাদ করিতে সক্ষম হইতাম তবে আমি নিশ্চয় জেহাদে যাইতাম। (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জেহাদে আত্মনিয়োগকারী নয় এইরূপ লোককে নিম্নস্তরের বলিয়াছেন, অথচ আমি ত অক্ষম।) তৎক্ষণাৎ উক্ত আয়াতের মধ্যস্থলে অতিরিক্ত একটি শব্দ— غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ "অক্ষম ব্যতিরেকে" (সংযোজিত করিয়া পুনঃ আয়াতটি) নাযেল হইল।

(যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,) যখন অতিরিক্ত শব্দটির সহিত আয়াত নাযেল হইতেছিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উরুর কিয়দাংশ আমার উরুর উপর ছিল, যদ্দরুন আমার উপর এত অধিক ওজনের চাপ পড়িল যে, মনে হইতেছিল যেন আমার উরু বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আলোচ্য আয়াতটির পূর্ণাঙ্গ রূপ এই—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ...

অর্থ—মোমেনগণের মধ্যে যাহারা বাড়ী বসিয়া থাকে কোন প্রকার অক্ষমতা ব্যতিরেকে এবং যাহারা জান মাল দ্বারা আল্লার রাস্তায় জেহাদে আত্মনিয়োগ করে উভয়ে সমপর্য্যায়ের গণ্য হইবে না। স্বীয় জান-মাল ব্যয় করতঃ জেহাদে আত্মনিয়োগকারীগণকে বাড়ীতে

অবস্থানকারীদের উপর অধিক মর্য্যাদা ও মর্তবা দান আল্লাহ তায়ালা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য (মোমেন হওয়ার দরুন) উভয়ের জন্যই আল্লাহ তায়ালা উত্তম অবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, জেহাদে অংশগ্রহণকারীগণকে বাড়ীতে অবস্থানকারীদের তুলনায় অতি বড় প্রতিদান লাভের প্রধান্যতা দান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা উচ্চ শ্রেণী এবং বিশেষ ক্ষমার সুযোগ এবং স্বীয় বিশেষ কৃপা দান করিবেন। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাকারী দয়ালু। (৫ পাঃ ৫ রুঃ)

জেহাদে ধৈর্য্য ধারণ করা

১৩০৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা যখন কাফেরদের মোকাবেলায় সংগ্রামে অবতরণ কর তখন বিশেষরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিও।

জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করা

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী! মোমেনগণকে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করুন।"

১৩০৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ইতিহাস প্রসিদ্ধ খন্দকের জেহাদে শত্রুর আক্রমণ পথে পরিখা খনন কার্য্য চলিতেছিল।) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পরিখা খনন কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, মোহাজের ও আনছারগণ ভীষণ হীমবান প্রভাতে, অনাহারী অবস্থায় খনন কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের কোন চাকর-নকর এমন ছিল না যাহারা সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। ছাহাবীগণের কষ্ট-ক্লেশ ও ক্ষুধার যাতনা দেখিতে পাইয়া হযরত (দঃ) তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে একটি ছন্দ পাঠ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَهْ ـ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

"হে আল্লাহ আখেরাতের সুখ-শান্তিই বাস্তব সুখ শান্তি; আনছার ও মোহাজেরগণের সমস্ত গোনাহ-খাতা ক্ষমা করতঃ তাহাদের আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দাও।" ছাহাবীগণ স্বতঃস্ফূর্তির স্বরে অপর একটি ছন্দের দ্বারা উহার প্রতিউত্তর দান করিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ـ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

"আমরা সেই বীরগণ যাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছি—জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সর্বদা দ্বীনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইব যাইব।

চেষ্টা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতার দরুণ জেহাদে যাইতে না পারিলে

১৩১০। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ভীষণ কষ্ট, ক্লেশ ও দূর পাল্লার জেহাদ—) তবুকের জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বলিলেন, একদল লোক যাহারা মদীনাতেই রহিয়া গিয়াছে আমাদের সঙ্গে আসিতে পারে নাই; আমরা যে কোন পথ বা ময়দান অতিক্রম করিয়াছি প্রত্যেক স্থানেই তাহারা (ছওয়াবের দিক দিয়া) আমাদের সঙ্গী পরিগণিত হইয়াছে। তাহারা ঐ ব্যক্তিগণ যাহাদের অতি প্রবল আগ্রহ, ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অক্ষমতা তাঁহাদেরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

জেহাদ-পথে রোযার ফজিলত

১৩১১। **হাদীছ ঃ**— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফি-ছাবি লিল্লাহ একদিন (নফল) রোযা রাখিবে; সেই একটি মাত্র রোযার ফজিলত এত অধিক যে, উহার বদৌলতে দোযখ হইতে দীর্ঘ সত্তর বছরের দূরত্ব লাভ হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ— ফি-ছাবি-লিল্লাহ রোযা রাখার অর্থ কোন কোন আলেম এই বলিয়াছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, জেহাদ অবস্থায় রোযা রাখা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে উক্ত হাদীছে বর্ণিত ফজিলত শুধু ঐ অবস্থায় হাসিল হইবে যখন রোযার দরুণ জেহাদের মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা, ত্রুটি ইত্যাদি আসিবার আশঙ্কা না থাকে। নতুবা জেহাদ অবস্থায় রোযা রাখার অনুমতি নাই।

গাজীকে পথের ছামান দেওয়া বা তাঁহার বাড়ী-ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ফজিলত

১৩১২ **হাদীছ ঃ**— حدث زيد بن خالد رضى الله تعالى عنه

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا۔

অর্থ—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদে অংশ গ্রহণকারী—গাজীকে যে ব্যক্তি আসবাবপত্র সরবরাহ করিবে সেই ব্যক্তি জেহাদ করার ফজিলত লাভ করিবে এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদে অংশ গ্রহণকারী—গাজীর অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী ঘরের আবশ্যকাদির সুব্যবস্থা যে ব্যক্তি করিবে সে জেহাদ করার ফজিলত লাভ করিবে।

১৩১৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় বিবিগণের আবাসগৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে অধিক যাতায়াত করিতেন না, কিন্তু উম্মে-সোলায়েম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে অধিক আসা-যাওয়া করিতেন এবং বলিতেন, তাহার প্রতি আমার বড়ই দয়া হয়, যেহেতু তাহার ভ্রাতা আমার সঙ্গে জেহাদে যাইয়া শহীদ হইয়াছে।

জেহাদে উপস্থিতি লগ্নে হানুত ব্যবহার করা

"হানুত" এক প্রকার বিশেষ সুগন্ধি যাহা সাধারণতঃ শুধু মাত্র মৃতকে তাহার কাফন-দাফন কালে লাগাইয়া দেওয়া হয়। জেহাদের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিতি কালে উহা ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, জেহাদে যাইতে মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

১৩১৪। হাদীছ ঃ—(আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ আমলে নবী হওয়ার মিথ্যা দাবীদার মোসায়লেমা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে মোসলমানদের এক ভয়বাহ ঐতিহাসিক যুদ্ধ 'ইয়ামামাহ' নামক এলাকায় হইয়াছিল।) মুছার পুত্র আনাছ (রাঃ) সেই যুদ্ধের আলোচনা উপলক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন. (ঐ দিন) আনাছ (রাঃ) ছাবেৎ ইবনে কায়স (রাঃ) ছাহাবীর নিকট আসিলেন; ছাবেৎ (রাঃ) ঐ সময় "হানুত" শরীরে লাগাইতে ছিলেন। আনাছ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, কি বাধার কারনে আপনি এখনও রণাঙ্গণে আসিতেছেন না। তিনি বলিলেন, হে বৎস! এখনই আসিতেছি। তখন তিনি "হানুত" লাগাইবার কাজ সম্পন্ন করিতে ছিলেন। অতঃপর রণাঙ্গনে আসিয়া বসিলেন। ঐ সময় মোসলমানদের মধ্যে পশ্চাদপদ হওয়ার দৃশ্য পরিলক্ষিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি হাতের ইশারার সহিত বলিলেন, আমার সম্মুখ হইতে হটিয়া যাও; (আমাকে পথ দাও—) আমি শত্রু-দলের উপর আক্রমণ চালাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদ করাকালে আমরা এইরূপ করি নাই (যেরূপ করিতে তোমাদিগকে দেখিতেছি—) তোমরা শত্রু পক্ষকে সুযোগ দিয়া যে ভাবে তাহাদের সাহসী হওয়ার অভ্যস্ত করিয়াছ—ইহা নিতান্তই খারাপ। (অতঃপর তিনি শত্রুদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধ চালাইয়া শহীদ হইলেন।)

উন্নতি সর্বদার জন্য ঘোড়ার সঙ্গে বিজড়িত

এস্থলে ঘোড়া বলিতে যুদ্ধ সরঞ্জাম উদ্দেশ্য। মোসলমান জাতির উন্নতির একমাত্র পথ—আল্লার দ্বীনকে বলন্দ রাখিবার জন্য আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রত থাকা এবং এই পন্থা কোন কাল বা যুগের জন্য নির্দিষ্ট নহে, বরং প্রত্যেক কালে ও প্রত্যেক যুগে মোসলমান জাতির উন্নতির জন্য এই পন্থাই প্রচলিত রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত ইহাই প্রচলিত থাকিবে। মোসলমান জাতির সোনালী যুগে মোসলমান জাতি এই পথেই

উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অতীতের ইতিহাস ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এস্থলে যুক্তি তর্কের বাড়াবাড়ি নিছক অবান্তর। অধিকন্তু আল্লার রসুল খবর দিতেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত মোসলমান জাতির উন্নতি এই পন্থায়ই হাসিল হইতে পারিবে; এই পন্থা পরিত্যাগ করিলে জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনা ঘটিবে এবং উন্নতি ব্যাহত হইবে।

আল্লার রসুলের এই সংবাদের বাস্তবতার উজ্জল সাক্ষী ইতিহাস, জাতির অধঃপতনের প্রাথমিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্তের বাস্তব অবস্থাই উহাকে প্রমাণিত করিয়া দেয়। এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য ও ইন্দ্রিয়ভূত বাস্তব বিষয় সম্পর্কে যুক্তি তর্কের হাতড়ানি মস্তিষ্কের অসুস্থতা বই কি?

১৩১৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছেই রহিয়াছে উন্নতি ও সাফল্য চিরকালের জন্য।

১৩১৬। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দ্বীন-দুনিয়ার বরকত তথা কল্যাণ ও মঙ্গল ঘোড়ার ললাটের কেশগুচ্ছে রহিয়াছে।

জেহাদ জারী থাকিবে; শাসনকর্তা ভাল হউক বা মন্দ

১৩১৭। হাদীছ ঃ— عن عروة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ○

অর্থ—ওরওয়া ইবনুল জায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়ার কেশগুচ্ছের সঙ্গেই বাঁধা রহিয়াছে (অর্থাৎ ঘোড়ায় চড়িয়া জেহাদ করার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে মোসলমান জাতির) সাফল্য ও উন্নতি (—আখেরাতে ছওয়াব এবং দুনিয়াতে গণীমতের ধন-দৌলত) কেয়ামত-দিবস উপস্থিত হওয়া তথা দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত।

ইমাম বোখারী (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আনাছ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয় হইতেও এই বিষয়বস্তুর দুইটি হাদীছ এখানে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কোন শাসনকর্তা মোসলমানদিগকে জেহাদের জন্য সঙ্গবদ্ধ করিলে তাহার সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য হইবে যদিও শাসনকর্তার মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষা

১৩১৮। হাদীছ ঃ— يقول ابو هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ

شِبْعَهٗ وَرِيَّهٗ وَرَوْثَهٗ وَبَوْلَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় (জেহাদের জন্য) ঘোড়া পুষিয়া রাখিবে, আল্লার প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং তাঁহার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন পূর্বক; তাহার সেই ঘোড়ার ভক্ষিত ও পানীয় বস্তু সমূহের এবং ঐ ঘোড়ার মল-মুত্রের পরিমাণ ওজন কেয়ামতের দিন তাহার নেকীর পাল্লায় প্রদান করা হইবে।

ঘোড়া ও গাধার বিশেষ নাম রাখা

১৩১৯। **হাদীছ:**—সাহ্‌ল (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের বাগানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি ঘোড়া চরিত; উহার নাম ছিল "লোহায়ফ"।

ব্যাখ্যা:—উক্ত ঘোড়াটির লেজ অধিক লম্বা হওয়ার কারণে আরবী ভাষায় উহার এই নাম রাখা হইয়াছিল।

হযরতের একটি গাধা ছিল—কাজলা রঙ্গের; উহার নাম ছিল "ওফায়র"।

হযরতের বাহন একটি উটের নাম ছিল, "কাছওয়া" যাহার অর্থ কান কাটা। বস্তুতঃ উটটির কান কাটা ছিল না—ছোট ছিল, তাই ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

আর একটি উটের নাম ছিল "আজবা" যাহার অর্থ চেরা ও বিদীর্ণ কানওয়ালা; কোন বিষয়ে চিহ্নিত করার জন্য ঐরূপ করা হয়। বস্তুত: ঐ উটটি ঐরূপ ছিল না: কিন্তু উহা এতই উত্তম ছিল যে, উত্তম হওয়ার চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য ছিল, তাই উহাকে ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল।

হযরতের একটি খচ্চর ছিল, যাহার নাম ছিল "দুলদুল"।

আবু কাতাদাহ (রা:) ছাহাবীর একটি ঘোড়া ছিল—উহার নাম ছিল "জারাদ"।

আবু তালহা (রা:) ছাহাবীর একটি ঘোড়া ছিল যাহার উপর নবী (দ:) একবার ছওয়ার হইয়াছিলেন; উহার নাম ছিল "মানদুব"।

ঘোড়া সম্পর্কে অশুভ হওয়ার ধারণা

১৩২০। **হাদীছ:**— عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال

سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الشُّوْمُ فِىْ ثَلٰثَةٍ

فِىْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ ٥

১৩২১। **হাদীছ:**— عن سهل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَيْءٍ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ ٥

উভয় হাদীছের অর্থ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন বস্তুর মধ্যে অশুভ, অমঙ্গলতা বিদ্যমান থাকার বাস্তবতা ও অস্তিত্ব যদি থাকিত, তবে একমাত্র ঘোড়া, স্ত্রী এবং বাসস্থান ও বাড়ীর মধ্যে থাকে বলিয়া গণ্য করা হইত।

অর্থাৎ—এই তিনটি বস্তু এমন যে, সাধারণতঃ উহাদের মধ্যে অশুভ অমঙ্গলতা থাকার ধারণা হইতে পারে, কিন্তু উহাদের সম্পর্কেও এই ধারণা ভিত্তিহীন।

ব্যাখ্যা :—ভাল-মন্দের সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার হস্তে ন্যস্ত। ভাল করা বা মন্দ করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ভিন্ন আর কাহারও নাই। ইহা ইসলামের একটি মৌলিক আকিদা ও অপরিহার্য্য মতবাদ; এই সম্পর্কে কোন প্রকার অন্যমনস্ক ভাব পোষণ করিলে ঈমানের মূলে মারাত্মক আঘাত লাগিবে। এই মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাস্য বিষয়টি স্পষ্টরূপে কোরআন ও হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত আছে। অতএব কোন বস্তুকে অশুভ অমঙ্গলকারক মনে করা ইসলামের মূল আকিদার পরিপন্থী গণ্য হইবে; জাহেলিয়ত ও অন্ধকার যুগে এইরূপ ভাবধারার প্রচলন ছিল। সেই যুগে কোন কোন বস্তু, অবস্থা বা সময়, দিন ও মাসকে অশুভ ও অমঙ্গল মনে করা হইত। ইসলাম সেই ধারণা ও বিশ্বাসকে বর্জন করার জরুরী আদেশ করিয়াছে।

কোন কোন বস্তু এমন আছে যাহার সঙ্গে মানুষের আচার-ব্যবহার, মেলা-মেশা ও সংশ্রব অত্যধিক; ঐ বস্তুর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি থাকায় উহা তাহার জন্য নানা-প্রকার দুঃখ-যাতনা, কষ্ট-ক্লেশ ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়। এমতাবস্থায় মানুষ সাধারণ ও বাহ্যিক দৃষ্টি সূত্রে ঐ বস্তুকে অশুভ ও অমঙ্গল ধারণা করিতে পারে। তাই বিশেষভাবে সেইরূপ কতিপয় বস্তুর নাম উল্লেখ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐ ধারণাকে ভিত্তিহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

উল্লেখিত হাদীছে তিনটি বস্তু বিশেষের নাম উল্লেখ করার তাৎপর্য্য ইহাই। অবশ্য এই হাদীছ দ্বারা এই শিক্ষাও লাভ করিবে যে, এরূপ জীবন-সাথী ও প্রতি মুহূর্তের সংশ্রবময় বস্তুকে অবলম্বন করা কালে বিশেষ বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অনেক সময় এইরূপ বস্তুসমূহের গুপ্ত ও সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যেরূপ—বাসস্থান ও গৃহ; আবহাওয়া সংক্রান্ত দোষ-ত্রুটি, বিশেষতঃ অসৎ, অভদ্র ও দুশ্চরিত্র প্রতিবেশী মানুষের জন্য বহু দুঃখ-যাতনা ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়; এই জন্যই বলা হয়, الجار قبل الدار "গৃহ অবলম্বন করার পূর্বে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য কর। তদ্রূপ—স্ত্রী, যেহেতু সে জীবনের চিরসঙ্গিনী তাই তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা, আখলাক-ব্যবহার, বিশেষতঃ দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কীয় দোষ-ত্রুটি মানুষের জন্য শুধু দুঃখ-যাতনা, অশান্তি ও ক্ষয়-ক্ষতিরই কারণ হয় না, বরং মানুষের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়; অনেক সময় অপরিণামদর্শী মানুষ বাহ্যিক চাকচিক্যের ফেরে পড়িয়া অগ্নিময় অশান্তি ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এই জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ)

স্বীয় উম্মতকে সতর্ককরণ ও পরামর্শ দান পূর্বক বলিয়াছেন, মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্যের দ্বারা স্ত্রী নির্বাচন করিয়া থাকে; তুমি দ্বীন ও ধর্ম দ্বারা স্বীয় স্ত্রী নির্বাচন কর।

তদ্রূপ—ঘোড়া, বিশেষতঃ আরব দেশীয়দের পক্ষে—যাহাদের জীবন-মরণ বাহ্যিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় ঘোড়ার উপর নির্ভর করিত, এমতাবস্থায় ঘোড়া ভাল না হইলে জীবন বাঁচাইবার অছিলা পঙ্গু হইয়া বহু ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণরূপেও যদি ঘোড়া জেহাদের উপযোগী না হয় তবে উহা দুনিয়ার দিক দিয়াও ব্যয়ভারের কারণ হইয়া ক্ষতি সাধন করে এবং আখেরাতের দিক দিয়াও ক্ষতির কারণ এই হয় যে, আখেরাতে উহা নিষ্ফল।

● পাঠকবৃন্দ! এস্থলে একটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝিয়া রাখিতে হইবে—কোন বস্তুবিশেষকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা ভিন্ন কথা; আর কোন বস্তু কোন বিশেষ অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া ক্ষেত্রে তাজরেবা ও অভিজ্ঞতা সূত্রে দোষী ও ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় ঐ বস্তুকে উক্ত অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া কালীন দোষী মনে করা এবং উহাকে বর্জন করা ভিন্ন কথা। প্রথম প্রকারের ধারণা নিষিদ্ধ, যেরূপ—কোন ঘোড়াকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা। দ্বিতীয় প্রকারের ধারণা নিষিদ্ধ নহে। যেরূপ—কোন বিশেষ এলাকার ঘোড়া বা বিশেষ প্রকারের ঘোড়া বা বিশেষ রঙ্গের ঘোড়া অভিজ্ঞতার দ্বারা ভাল প্রতিপন্ন হওয়ায় উহাকে গ্রহণ করা বা মন্দ প্রতিপন্ন হওয়ায় উহাকে বর্জন করা—এইরূপ তারতম্যের বাছ-বিচার নিষিদ্ধ নহে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে বাস্তবরূপে আস্থাবান তাজরেবা ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, নতুবা উহা বাহুল্য ওছওছাহ্ পরিগণিত হইবে। কোন কোন হাদীছে ঘোড়ার বিভিন্ন রঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে যে তারতম্যের উল্লেখ আছে উহা এই পর্য্যায়ের; কোন রঙ্গকে অশুভ অমঙ্গল মনে করা পর্য্যায়ের নহে—পার্থক্যটি গভীর চিন্তার সহিত বুঝিতে হইবে।

জেহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পোষার ফজিলত

১৩২২। **হাদীছ**ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঘোড়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য ছওয়াব লাভের অছিলা। দ্বিতীয় শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য শুধু জাগতিক আবশ্যকাদি পূরণে তাঁহার মান-ইজ্জত রক্ষাকারী (আখেরাতে কোন ছওয়াব লাভের অছিলা নহে, গোনাহের কারণও নহে)। তৃতীয় শ্রেণী—যেই ঘোড়া মালিকের জন্য গোনাহের কারণ।

(১) মালিকের জন্য ছওয়াবের অছিলা ঐ ঘোড়া, যেই ঘোড়াকে মালিক আল্লার রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে। (এইরূপ ঘোড়ার অছিলায় ছওয়াব লাভের সুযোগ অগণিত—) মালিক সেই ঘোড়াকে মাঠে বা বাগানে লম্বা দড়িতে বাঁধিয়া

আসিলে, ঐ অবস্থায় ঘোড়া যত ঘাস-পাতা খাইবে সবই মালিকের জন্য নেক আমল গণ্য হইতে থাকিবে, (অর্থাৎ মালিক স্বয়ং ঘাস-পাতা সংগ্রহ করিয়া দেয় নাই, বরং বাগানে বা মাঠে বাঁধিয়া আসিয়াছে ইহাতেই মালিক এইরূপ ছওয়াব লাভ করিবে। এমনকি) যদি ঐ ঘোড়া দড়ি ছিন্ন করিয়া নিজ খুশীমনে বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ঘুরিয়া বেড়ায় এমতাবস্থায় (উহার সমুদয় পানাহার, এমনকি) উহার মল-মূত্র এবং এই ভ্রমণের সমুদয় পদক্ষেপ পরিমাণ ছওয়াব মালিককে প্রদান করা হইবে। ঐ ঘোড়া পথিমধ্যে যাতায়াতে কোথাও পানি পান করিল যদিও মালিক ইচ্ছাকৃত পানি পান করায় নাই তবুও এই পানি পানকে মালিকের জন্য নেক আমল গণ্য করা হইবে।

(২) মালিকের জন্য (ছওয়াব ও গোনাহ বিহীন রূপে শুধু) মান-ইজ্জত রক্ষাকারী ঐ ঘোড়া, যেই ঘোড়াকে স্বীয় প্রয়োজন পূরণে অন্যের মুখোপেক্ষিতা হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে এবং উহা সম্পর্কে শরীয়তের যে সব নির্দেশ রহিয়াছে (যেমন—শর্ত অনুযায়ী যাকাৎ এবং কোন মোসলমান ভাই-এর কার্য্যোদ্ধারে সাহায্য প্রদান) সেই সব হইতে অমনোযোগী থাকে নাই।

(৩) মালিকের পক্ষে গোনাহের কারণ ঐ ঘোড়া যেই ঘোড়াকে মালিক স্বীয় গৌরব, আত্মগর্ব, বড়াই ও বাহাড়ম্বরতার উদ্দেশ্যে এবং মোসলমানদেরই বিরুদ্ধে ঝগড়া বিবাদের কার্যে লাগাইবার উদ্দেশ্যে পোষিয়া রাখিয়াছে।

কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে গাধার (শ্রেণী বিভক্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, গাধা সম্পর্কে আমার নিকট কোন বিশেষ অহী নাযেল হয় নাই, অবশ্য কোরআনের একটি বিশেষ আয়াত আছে, (গাধা ইত্যাদি সবই উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে) আয়াতটি এই—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۔ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক করিবে সে উহার প্রতিদান পাইবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ গোনাহ করিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে।"

অর্থাৎ গাধা ইত্যাদির শ্রেণী বিভক্তি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি উহাকে সামান্যতম নেক আমলের উদ্দেশ্যে পোষিবে সে উহার প্রতিদান লাভ করিবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহাকে সামান্যতম গোনাহের কাজের উদ্দেশ্যে পোষিবে সে উহার প্রতিফল ভোগ করিবে।

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত হাদীছ ও আয়াতটি অতি ব্যাপক, যত রকমের মোবাহ কার্য্য আছে সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং মানব জীবনের হাজার হাজার মোবাহ কার্য্য সমূহের ছওয়াব ও গোনাহ রূপে শ্রেণী-বিভক্তি এই হাদীছ ও আয়াত দ্বারা প্রস্ফুটিত হয় এবং ঐ হাজার হাজার মোবাহ কার্য্য সমূহকে ছওয়াব ও নেক আমলে পরিণত করার পথ আবিষ্কৃত হয়।

বস্তুতঃ এই হাদীছ ও আয়াতটি বোখারী শরীফের সর্বপ্রথম হাদীছ—নিয়্যতের হাদীছেরই অনুশীলন। এই বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ তথায় বর্ণিত হইয়াছে।

গণিমতের মাল হইতে ঘোড়ার অংশ

১৩২৩। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোড়ার জন্য (গণীমতের মাল হইতে) দুই অংশ এবং ঘোড়ার মালিকের জন্য এক অংশ প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ— রণক্ষেত্রে হস্তগত ধন-সম্পদ গণিমতের মাল গণ্য করা হয়। গণিমতের মাল হইতে এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মাল—জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে জমা দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট চার অংশ ঐ জেহাদে অংশ গ্রহণকারীগণের মধ্যে বণ্টন করা হয়; গণিমতের মাল সম্পর্কে শরীয়তের এই বিধান।

যোদ্ধগণের মধ্যে গণিমতের মালের চার অংশকে বণ্টন করা কালে প্রতিটি ঘোড়াকে দুইজন সৈনিকের বরাবর গণ্য করিয়া প্রাপকদের সংখ্যার সমপরিমাণ অংশে ঐ মালকে বণ্টন করা হয়। অতঃপর প্রত্যেক সৈনিককে এক এক অংশ প্রদান করা হয়; সেমতে প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে এক অংশ এবং অশ্বারোহীকে তিন অংশ (—ঘোড়ার দুই অংশ মালিকের এক অংশ) দেওয়া হইত। উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই এবং অধিকাংশ ইমামগণের মত্ এই হাদীছের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন হাদীছে অশ্বারোহীর দুই অংশ তথা ঘোড়ার এক অংশ ও মালিকের এক অংশ উল্লেখ আছে, ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহের মজহাব সেই হাদীছের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠিত করা

জেহাদের উদ্দেশ্যে অশ্বচালনার উন্নতি বিধানকল্পে ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠিত করা মহৎ কাজ এবং এই সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষের তরফ হইতে কোন পুরস্কার ঘোষণা করাও জায়েজ। কিন্তু পরস্পর কোন বাজি ধরিয়া বা কোন প্রকার জুয়া ইত্যাদির সংশ্রবে ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠিত করা হারাম।

১৩২৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে গঠিত পোক্তাদেহী অশ্ব সমূহের দৌড় ছয় সাত মাইল ব্যবধানের দুইটি স্থানের মধ্যে এবং সাধারণ দেহী অশ্ব সমূহের দৌড় এক মাইল ব্যবধানের দুইটি স্থানের মধ্যে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। (আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন,) আমি সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী ছিলাম।

নারীদের জেহাদ

১৩২৫। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমি জেহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের জেহাদ হইল হজ্জ করা।

১৩২৬। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণ তাঁহার নিকট জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, (নারীদের জন্য) উত্তম জেহাদ হইল হজ্জ।

১৩২৭। হাদীছ ঃ— আনাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওহোদের জেহাদের দিন মোসলমানগণ শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, (যদ্দরুন তাঁহাদের অনেক লোক হতাহত হয়,) সেই বিপদের দিন দেখিয়াছি, উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) ও (আমার মাতা) উম্মে-সোলায়েম বিশেষ তৎপরতার সহিত স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করতঃ মশক ভরিয়া পানি আনিতেন এবং আহতদের মুখে পানি ঢালিয়া দিতেন; পুনঃ পুনঃ তাঁহারা এই কাজ করিতেছিলেন এবং এত অধিক তৎপতার সহিত এই কার্য্য করিতেছিলেন যে, তখন তাঁহাদের পায়ের গোছা আমার নজরে পরিয়াছে।

১৩২৮। হাদীছ ঃ—একদা আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ) কিছু সংখ্যক চাদর মদীনার মহিলাদের মধ্যে বন্টন করিলেন। একটি উত্তম চাদর অবশিষ্ট রহিল। এক ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল-মোমেনীন! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৌহিত্রী— আপনার স্ত্রী উম্মে-কুলছুমকে এই চাদরটি দিন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, মদীনাসিনী উম্মে সালীৎ ইহা পাইবার অগ্রাধিকারিনী; তিনি জঙ্গ-ওহোদের দিন আমাদের জন্য মশক ভরিয়া পানি আনিতেন।

১৩২৯। হাদীছ ঃ—মোআওয়েজের দুহিতা রোবাইয়্যে (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদে অংশগ্রহণ করিতাম। লোকদিগকে পানি পান করাইতাম, তাহাদের আবশ্যকাদির ব্যবস্থা করিতাম, আহতগণের ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করিতাম এবং নিহতদের লাশ ও আহতগণকে মদীনায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতাম।

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ শরাহ্ ফতহুল বারী কিতাবে লিখিত আছে যে— মা, খালা, ফুফু, ভগ্নি ইত্যাদি এমন মেয়েলোক যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণ রূপেই এই সব আচার ব্যবহার জায়েয বটে, কিন্তু ঐ শ্রেণীর মহিলাগণ ভিন্ন পরপুরুষের শরীর স্পর্শকে পরিহার করিয়া চলা আবশ্যক।

জেহাদের মধ্যে প্রহরীর কাজ করা

১৩৩০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (কোন এক জেহাদ হইতে) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলেন; তিনি বিনিদ্র ছিলেন, তাই এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, আমার ছাহাবীগণের মধ্য হইতে যদি কোন উত্তম ব্যক্তি এখন উপস্থিত হইয়া আমাকে পাহারা দিত। (আমি নিরাপদে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতাম।) হঠাৎ অস্ত্র সাজে সজ্জিত ব্যক্তির আগমন শব্দ শ্রুত হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আগন্তুক বলিলেন, আমি সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ, আপনাকে পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর হযরত (দঃ) শুইয়া পড়িলেন।